ADISURA AND BALLALA SENA.

AN HISTORICAL INVESTIGATION

ON

THE AMBASTHA KINGS OF BENGAL.

BY

PARVATISANKAR ROY CHOWDHURI.

আদিশূর ও বল্লালসেন

অম্বষ্ঠজাতীয় নৃপতিদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ।
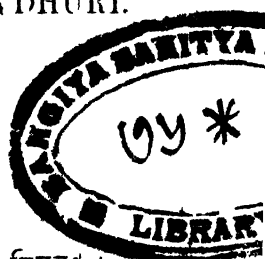
শ্রী পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত।

গুপ্তপ্রেশ : ২৪, মীর্‌জাফর্শ লেন, ও ২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

—

১২৮৪

বিজ্ঞাপন।

গত ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক জারনেলে ১ম অংশের ৩য় খণ্ডে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র বাহাদুর "বঙ্গীয় সেনরাজা" শিরোনামে একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন। তাহাতে সেনবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় ছিলেন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই মতের কতকগুলি বিরোধী প্রমাণ বিদ্যমান আছে, আমি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া সেন রাজাদিগের ইতিহাস, সহিত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম। যে তত্ত্ব ইতিহাস সীমার অতীত, তাহার আবিষ্করণ অতিশয় দুরুহ ব্যাপার। আমার এই প্রবন্ধে হয়ত কোন কোন বিষয়ে প্রমাদ লক্ষিত হইতে পারে, সহৃদয় পাঠকবর্গ তৎসমুদয় প্রদর্শন করিলে উপকৃত হইব। অপিচ পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ জন্য এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দুষ্প্রাপ্য তাম্রশাসনাদির অবিকল অনুলিপি প্রদান করিলাম। পাঠকবর্গ এই পুস্তক-খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ কবিরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া হরিবংশ এবং ভাগবত হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এবং এই পুস্তকমুদ্রাঙ্কণ সময়ে যাহারা আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে সকৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ষাটীঘর,
বৈশাখ ১২৮৪।

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী।

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫		২০	মত	মতে
৭		১৬	আদৌ	আদি পুরুষ
৯		৯	হওয়ায়	হওয়াতে
১১		১	অনুজ	পুত্র
১৪		৫	আষাঢ়	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ
ঐ		ঐ	সেন-রাজা	লাক্ষ্মণেয়
২৩		২১	তাম্র সাশন	তাম্র শাসন
২৭		১৬	চিত্রে	চিত্তে
৩৭		৮	রাজসাহী	রাজসাহীর
৩৯		১৮	ব্রাহ্মাণানাং	ব্রাহ্মণানাং
৪০		১৫	সংকরণ	অতএব
৪৫		৫	অম্বষ্ঠা	অম্বষ্ঠ-
৩৫	পরিশিষ্ট	২০	Metcalf	Metcalfe
ঐ	ঐ	২১	উইলসন্	গোল্ডষ্টুকার
৩৯	ঐ	১১	শরণার্থে	শরনার্থে
ঐ	ঐ	১৭	৫ম বালমের	২য় ভলমের
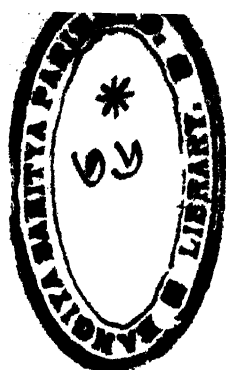
আদিশূর ও বল্লালসেন।

প্রথম অধ্যায়।

ইতিহাস পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রধান সাধন, ইতিহাস ভিন্ন অতীত কালের কোন সত্যই নিঃসন্দেহরূপে নিরূপিত হয় না। ইতিহাসের এতাদৃশ প্রয়োজন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের এক খানিও প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিদ্যমান নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ সাহিত্য, গণিত, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরপনেয় অদৃষ্ট-দোষে ইঁহাদিগের বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়নে অভিরুচি হয় নাই। রামায়ণে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কতিপয় নৃপতির এবং মহাভারতে কুরু পাণ্ডবদিগের বিবরণ সুবিস্তাররূপে বর্ণিত আছে, পৌরাণিক গ্রন্থে ভারতীয় নৃপতিগণের বংশপরম্পরার নামোল্লেখ এবং তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব কালের আনুসঙ্গিক ঘটনাগুলি বিবৃত আছে, এবং রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি দুই এক খানি গ্রন্থে দেশ বিশেষের বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের সূত্রবদ্ধ ও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কোন গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, এবং বিপ্লবের পর বিপ্লবে ভারতের ইতিহাস-স্থানীয় অনেক বিষয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব পূর্ব্বতন সময়ের কোন বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বহুল আয়াস ও আহরণ-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। প্রকৃত ইতিহাস অভাবে কবি-কল্পিত কাব্য শাস্ত্র, লোক পরম্পরাগত কিম্বদন্তী, কুলজিগ্রন্থ, তাম্রশাসন ও প্রস্তব-খোদিত বর্ণনাদির আশ্রয়

গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদিও এই সকল উপকরণোপরি সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না, এবং কাব্য শাস্ত্র ও জন-প্রবাদ প্রভৃতি দ্বারা ঘটনা বিশেষ কাল ক্রমে বিকৃত অথবা অতিরঞ্জিত হইয়া যায়, তথাপি নিরপেক্ষ অনু-সন্ধিৎসুগণ গবেষণা-বলে শাখা পল্লব ছেদন করিয়া স্কন্ধ অনাবৃত করিতে পারেন। ফলতঃ হিন্দুদিগের গ্রন্থাদি অস্পষ্ট, অথবা অতিরঞ্জিত দোষে দূষিত হইলেও স্থূল বিষয়গুলি অনেক স্থলে যথাযথ বর্ণিত থাকে। আজ কাল ভারতের সৌভাগ্য বলে অনেকেই এবম্বিধ পুরাতত্ত্বানুসানে মনো-নিবেশ করিয়াছেন; ঈদৃশী গবেষণায় এবং ঈদৃশী চেষ্টায় ভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ক্রমেই পরিষ্কৃত হইতেছে।

আদিশূর ও বল্লাল সেন যে যে সময়ে গৌড় দেশের সিংহাসনাধিরোহণ করেন তত্তৎকালের কোন ইতিহাস বিদ্যমান নাই। ঘটক-কারিকায় এবং কুলজিগ্রন্থে এতদু-ভয়ের প্রাদুর্ভাব সময়ের কতিপয় প্রধান ঘটনা বর্ণিত আছে। বঙ্গ দেশে চিরাগত কিম্বদন্তীতে কতিপয় ঘটনা রক্ষিত হই-য়াছে, এবং বঙ্গবাসিদিগের সমাজ-বন্ধনেও ইহাদিগের কার্য্য কারিতার কতিপয় জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমস্তগুলিকেও ইতিহাসস্থানীয় গণ্য করিতে হইবে। উপরোক্ত কুলজিগ্রন্থাদি হইতে কতিপয় প্রধান ঘটনার উল্লেখ করা, এবং আদিশূর ও বল্লাল কোন জাতীয় ছিলেন বিনির্ণয় করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভূত নৃপতি আদিশূর বঙ্গে বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গবিজয়ের কতি-

পয় বৎসরান্তে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত প্রভৃতি দৈবোৎপাত ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন প্রকটিত করিলে, মহারাজ আদিশূর দৈবকার্য্যদ্বারা তন্নিবারণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, এবং পুরস্থ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আপনারা বেদ-বিধি অনুসারে যজ্ঞের দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া রাজ্যের অমঙ্গল নিরাকরণের উদ্যোগ করুন"। বৌদ্ধ-বিপ্লবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়া লোপ হইয়াছিল, সুতরাং কেহই রাজার ঈপ্সিত কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন না। আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নার্থ কাণ্যকুব্জাধীশ্বর বীরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন*। কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বর্ম্ম, চর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে দৌবারিকগণ আদিশূর সমীপে ঈদৃশ অসামান্য বীর-বেশধারী ব্রাহ্মণগণের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। রাজা ব্রাহ্মণগণের যুদ্ধবেশ এবং পাদুকা-সংশ্লিষ্ট-পদে তাম্বূল চর্ব্বণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবিরুদ্ধ আচরণ সম্বাদে হৃতশ্রদ্ধ হইয়া কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ

---

* আদিশূর কাণ্যকুব্জেশ্বর বীরসিংহ সমীপে নিম্ন লিখিত কতিপয় শ্লোক লিখিয়া লিপি প্রেরণ করেন :—

সুকৃত সুকৃত সংঘাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষা,
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিতসুগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্তু॥
নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ,
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।
ময়িবর সখি তাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্,
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপ যত্নং নিতান্তং॥

ব্রাহ্মণের সমাদরে অগ্রসর হইলেন না। ব্রাহ্মণগণ নৃপতির ঈদৃশ অসৌজন্যে বিরক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। কিন্তু তপোবল ও আত্ম-মহিমা প্রকাশার্থ শুষ্ক মল্লকাষ্ঠোপরি আশার্ব্বাদ স্থাপন মাত্রে বিগত-জীবন শুষ্ক স্কন্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ অঙ্কুর নির্গত হইল।* এই অলৌকিক ঘটনা দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক রাজসমীপে নিবেদিত হইলে আদি-শূর স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা অবধারণ করতঃ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্তুতিবাদে সন্তোষিত করিলেন, এবং তাহা-দিগকে রাজভবনে আনয়ন করিয়া ঈপ্সিত কার্য্যান্তে বহুল

---

* বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনা নদীর পূর্ব্ব উপকূলে রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড সরোবরের খাত বিদ্যমান আছে। এই সরোবরের নাম রামপাল দীঘি এবং এই নদী হইতে উক্ত স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। সরোবরের অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধি-বাসিগণ এই ভগ্ন অট্টালিকা বল্লালের রাজ-প্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরি-খার স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেষ্টিত ভূমি খণ্ডের বিস্তৃতি এবং বাহ্যাবয়ব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে এই স্থান এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত এবং ধনশালী রাজার রাজধানী ছিল। ভগ্ন প্রাসাদের পুরদ্বারে একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটীকে আদি-শূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নিদর্শন করে। এই একটী মাত্র বৃক্ষ ভিন্ন রামপালের চতুষ্পার্শ্বে আর কুত্রাপি গজাড়ী বৃক্ষ নাই। চতুষ্পার্শ্বের অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বৃক্ষকে দেবতাস্বরূপ সম্মান করে, এবং অপুত্রবতী রমণীরা সন্তান লাভার্থ বৃক্ষমূলে পূজা মানসা করে। এই স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী কূপ আছে, সাধারণের সংস্কার এই বল্লাল ইহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রামপালের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেকগুলি মূর্ত্তি মৃত্তিকার নিম্ন হইতে উত্তোলিত হইয়া ঢাকা নগরীতে রক্ষিত আছে। এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে ৪।৫ মাইল লইয়া মৃত্তিকার নিম্নে স্থানে স্থানে পুরাতন ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের বিবরণ রামপালের বিবরণ নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পরিমাণে ধনরত্ন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলেন। কাণ্-কুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পঞ্চ ভৃত্য আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাও তাহাদিগের সহিত স্বদেশে গমন করিলেন।*

বঙ্গদেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহারা বঙ্গাদিদেশে তীর্থ যাত্রা বিনা গমন করাতে এবং অযাজ্য যাজন হেতু সমাজে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতি-গণ তাঁহাদিগের পুনঃ সংস্কারের নিমিত্ত বারম্বার অনু-রোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঐ প্রকার সমাজে অপ-মানিত হইয়া পুনঃ সমাজে গৃহীত হইবার আশায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া স্বদেশে বাস করা অপেক্ষা দেশ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ, এই বিবেচনায় শ্রীহর্ষ, ভট্ট নারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহা-দিগের সহিত মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ ভৃত্য কাণ্কুব্জ পরিত্যাগ করিয়া গৌরদেশে গমন করিলেন। এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ পুনরাগত হইলে আদিশূর তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যথোচিত সৎকার করিয়া রাঢ়দেশে এক একখানি গ্রাম প্রদান পূর্ব্বক বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতী সমাজ হইতে দার পরিগ্রহ করিয়া আদিশূর দত্ত ভূসম্পত্তির

* কাহার মতে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়নের কারণ স্বতন্ত্র প্রকার নির্ণীত আছে। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত মত রাজপ্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত-রূপ অনিষ্ট শান্তি মানসে শাকুন যজ্ঞ করণার্থ কাণ্কুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলে। কেহ কহেন যে আদিশূর রাজমহিষী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ দেখিয়া কাণ্কুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ফলতঃ দৈবোৎপাত শান্তিমানসেই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞার্থ এ দেশে আনীত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও মতান্তর নাই।

অধীশ্বর হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কাল-ক্রমে পঞ্চ ব্রাহ্মণের কাণ্যকুব্জস্থিত পূর্ব্ব দারোৎপন্ন সন্ততিগণ পিতৃ উদ্দেশে সমাতৃক বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহা-দিগের সহিত সপত্ন্য ভ্রাতাদিগের নিরন্তর অসমাবেশ হইবে আশঙ্কায় আদিশূর তাহাদিগকে বরেন্দ্র ভূমিতে স্বতন্ত্র গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়া বঙ্গে স্থাপন করিলেন, এবং বৈমাত্র ভ্রাতা-দিগের পরস্পর ঈর্ষা জনিত দ্বেষভাব হেতু দুই সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায়ে কাণ্যকুব্জাগত সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বিভক্ত হইয়া গেলেন।

আদিশূর বঙ্গে পরম পণ্ডিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া বঙ্গের ভাবী উন্নতি তরুর বীজ বপনরূপ অচলা কীর্ত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন। তদীয় পুত্র যামিনীভানু ও তৎপুত্র অনিরুদ্ধ ও ক্রমে প্রতাপরুদ্র ভূদত্ত প্রভৃতি কতিপয় নৃপতি বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপর আদিশূর বংশীয় শেষ রাজা নিরপত্য হেতু স্বীয় দৌহিত্র বিজয়-সেন নামান্তর ধীরসেন অথবা বীরসেনকে সিংহাসন প্রদান করেন। *

---

* আইন আকবরি মতে আদিশূর-বংশীয় নৃপতিদিগের পশ্চাৎ ১০ জন পালবংশীয় নৃপতি গৌড় দেশ শাসন করিয়াছিলেন, তৎপর ধীরসেন ও বল্লালসেন প্রভৃতি বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। অম্বষ্ঠসম্বাদিকা গ্রন্থেও আদিশূর বংশীয় ও বল্লাল বংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যে বৈদ্য জাতীয় পাল নাম-ধেয় ১০ জন নৃপতির উল্লেখ আছে। ফলতঃ পালবংশীয়েরা বৈদ্যজাতীয় ছিলেন কিনা মীমাংসা হওয়া এক্ষণে সুকঠিন। পালবংশীয় কতিপয় নৃপতি সম্বন্ধে প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত যে সকল শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের জাতির কোন উল্লেখ নাই। উত্তর কালে আরও কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হইলে ইহার মীমাংসা হইবেক। আমরা এজন্য আদিশূর-বংশীয় নৃপতির পরই সেনবংশীয়দিগের উল্লেখ করিলাম এবং পালবংশীয় নৃপতিদিগের নামোল্লেখ এস্থানে করিলাম না। পরিশিষ্টে উক্ত বংশের তালিকা দেওয়া গেল।

বিজয়সেনের পিতা পিতামহাদির নাম কুলজি গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কতিপয় বৎসর গত হইল রাজসাহীতে যে প্রস্তর ফলকাঙ্কিত শ্লোক আবিষ্কৃত ও তাহার যে অর্থোদ্ধার হইয়াছে তদনুসারে বিজয়সেনের পিতা হেমন্তসেন ও তদীয় পিতা সামন্তসেন চন্দ্রবংশোৎপন্ন দাক্ষিণাত্যাধিপতি বীরসেনের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতটে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ দেশ পরাজয় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বাখরগঞ্জের তাম্র শাসনে সামন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন লক্ষ্মণসেন এবং মাধবসেন এই পাঁচ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যদি বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন এবং প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকোল্লিখিত বিজয়সেন একব্যক্তি অনুমান করা যায়, তবে সেন রাজাদিগের বংশাবলি নিম্নলিখিত পর্য্যায়ানুসারে গণনা করা যাইতে পারে।

আদৌ বীরসেন।
তদ্বংশে সামন্তসেন
তৎপুত্র হেমন্তসেন
" " বিজয়সেন নামান্তর ধীরসেন
অথবা বীরসেন
" " বল্লালসেন
" " লক্ষ্মণসেন
" " কেশবসেন

কুলজি গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইতিহাসেও আদিশূর বংশায়-

দিগের পরেই বিজয়সেনের নামোল্লেখ ও তাঁহার রাজ্যলাভের বিবরণ আছে। বীরসেন ও সামন্তসেন প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হয় যে আদিশূরের কয়েক পুরুষ পরেই হেমন্তসেন দাক্ষিণাত্য হইতে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রেরা পরাক্রান্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বদ্ধমূল হইতে লাগিলেন। এদিগে আদিশূরবংশীয় নৃপতিগণ বিক্রমপুরে ক্রমেই হীনপ্রভ হইয়াছিলেন, এবং এই বংশের শেষরাজা জয়ধর, হেমন্তসেন বংশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন জন্য বিজয়সেনকে কন্যা প্রদান করেন, তিনি ক্রমে সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালের পিতা ধীরসেন, নামান্তর বিজয়সেন এবং বীরসেন বংশে বিজয়সেন যে একব্যক্তি ছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ধীর বা বিজয়সেন যে বল্লালের পিতা, ইহা কুলজি গ্রন্থ এবং বাখরগঞ্জ তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

ধীরসেন বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় দেশ যুদ্ধ দ্বারা পরাজয় করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে বৈরাগী বংশীয় রাজাদিগের শেষ রাজা, মহা-প্রেম * সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণ দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইয়াছে অবগত হইয়া তদ্দেশ বিজয় মানসে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধীরসেন ত্বরিতযাত্রায় সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পাত্র

* রাজাবলি ৩৪।৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

মিত্রগণ তাহাকে কোন মতেই নিবারণ করিতে পারিল না। সুতরাং বিনা যুদ্ধেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইল। তিনি দিল্লীর সিংহাসন বিজয় করিয়াছেন, এই সংবাদে অন্যান্য নৃপতিগণও যুদ্ধোদ্যমে বিরত হইলেন। ধীরসেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার হেতু বিজয়সেন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বিজয়সেন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকসেনকে বঙ্গদেশের শাসন-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং দিল্লীতে অধিষ্ঠিত রহিলেন। শুকসেন তিন বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়া লোকান্তরিত হওয়ায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লালের হস্তে বঙ্গরাজ্য অর্পিত হয়। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বিজয়সেন মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বল্লাল তদীয় পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয়-তনয় লক্ষ্মণসেনকে বঙ্গরাজ্য শাসনের ভার অর্পণান্তর স্বয়ং দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। তথায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বল্লাল দিল্লীতে অধিষ্ঠান সময়ে পদ্মিনী নাম্নী এক নীচজাতীয়া পরম সুন্দরী যুবতীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন এজন্য তাঁহাকে বারম্বার তিরস্কার করিয়া পত্র লিখেন। পত্রে যে সমুদয় শ্লোক লিখিত হইয়াছিল এবং তদুত্তরে বল্লাল যে সমুদয় শ্লোক রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচারিত আছে।

বল্লাল কতিপয় বৎসর বঙ্গরাজ্য সুশাসন করিয়া চরম বয়সে রাজকার্য্য হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সংস্কৃত ভাষায় কতিপয়

গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে দানসাগর সমধিক প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত নানা প্রকার দান ও দানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যদ্রূপ অনন্তকাল-স্থায়ী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বল্লালও তাদৃশ কোন উপায় দ্বারা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে, অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে পণ্ডিতদিগের সহিত যুক্তি করিয়া গৌড়-সমাজে কৌলীন্য মর্য্যাদার অবতারণা করিলেন।

বল্লালের সময়ে বঙ্গদেশে শৈব মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। বল্লাল নিজেও সাতিশয় শিব-পরায়ণ ছিলেন। দানসাগর গ্রন্থে, বল্লাল আপনাকে 'পরমমাহেশ্বরনিঃশঙ্কশঙ্করঃ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। কেহে কেহ বলেন বল্লাল ব্রহ্ম-পুত্র নদের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সমুদয় অলৌকিক ঘটনার কোন প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। এবং ঐ সমুদয় বিষয় উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন। বল্লাল সর্ব্বশুদ্ধ বঙ্গে পঞ্চদশ বৎসর এবং দিল্লীতে দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। আইন আকবরি মতে বল্লালের রাজত্বকাল পঞ্চাশৎ বৎসর নির্ণিত আছে।

---

* দান সাগর গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে।

ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌশ্রীকান্তোঽপি সরস্বতী-পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ। পাদাম্ভোজনিষণ্ণবিশ্ববসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ। শ্রীবল্লাল নরেশ্বরো বিজয়তে সংদ্ব্ৰুতচিন্তামণিঃ ইত্যাদি।

ইতি পরমমাহেশ্বরমহারাজাধিরাজনিঃশঙ্কশঙ্করঃ শ্রীমদ্বল্লালসেন দেব-বিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ।

বল্লাল স্বর্গারোহণ করিলে লক্ষ্মণসেন স্বীয় অনুজ কেশব সেনকে বঙ্গদেশের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দিল্লীতে পিতৃসিংহাসন গ্রহণানন্তর রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণসেন দশ বৎসর দিল্লী সুশাসন করিয়া লোকান্তরিত হন, তৎপর কেশবসেন চতুর্দ্দশ বৎসর, তাহার পর মাধবসেন একাদশ বৎসর ক্রমান্বয়ে বঙ্গদেশের ও দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মাধব দিল্লীতে সিংহাসনাধিরোহণ সময়ে তদীয় ভ্রাতা সদাসেন বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবের মৃত্যু হইলেও তদীয় সন্তানগণ দিল্লীতেই রহিলেন, বঙ্গরাজ্য সদাসেনের করায়ত্ত রহিয়া গেল, মাধবসেনের মৃত্যুর পর হইতে সদাসেন তেত্রিশ বৎসর বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেন বংশীয় নৃপতিদিগের বিজয়সেন হইতে সদাসেন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে নৃপতিদিগের নাম কুলজি গ্রন্থ, তাম্রশাসন, প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক, এবং আইন আকবরিতে প্রায় একপ্রকার উল্লেখ আছে, কিন্তু সদাসেনের পরবর্ত্তী নৃপতিদিগের নাম আইন আকবরিতে যে প্রকার আছে, কুলজি গ্রন্থে তদ্রূপ নাই। আইন আকবরিতে সদাসেনের পরেই নৌজিব নামের উল্লেখ আছে, এবং তৎপর হইতে মুসলমানদিগের রাজ্য আরম্ভ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব আইন আকবরি মতে নৌজিবই বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু রাজা। কিন্তু বৈদ্য-কুলজি মতে তেজসেন বৈদ্যবংশীয় শেষ রাজা, এবং সদাসেন ও তেজসেন এতদুভয়ের মধ্যে জয়সেন, উগ্রসেন, বীরসেন এই তিন নৃপতির নামোল্লেখ আছে। মিনহাজউদ্দীন কৃত তবকত নাসিরী গ্রন্থে লিখিত আছে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বখ্‌তীয়ার

খিলিজি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, ঐ সময় লক্ষ্মনিয়া নামে অশীতি বর্ষ-বয়ঃক্রম এক নৃপতি বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন।

এই প্রকার নানা মতের কোনটি যথার্থ স্থির করা সুকঠিন, যে পর্য্যন্ত কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, তদবধি যিনি যে প্রকার সিদ্ধান্ত করুন না কেন, সমস্তই অনুমানে পর্য্যবসিত হইবে। অতএব আমরা সদাসেনের পরবর্ত্তী নৃপতিগণের বৃত্তান্ত লিখিতে আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে গৌড়দেশ যে সেনবংশীয় শেষ নৃপতির হস্ত হইতে যবনগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আদিশূর এবং বল্লাল কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহরূপে স্থির হয় নাই। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ পুস্তকাদির প্রমাণ, বংশাবলী দৃষ্টে সময়ের বিচার, এবং অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া নানা মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের কোন্‌টি গ্রাহ্য, স্থির করা সহজ নহে। এ সম্বন্ধে মূল প্রমাণ "ক্ষিতীশবংশাবলি চরিত" "সময় প্রকাশে" বল্লাল-কৃত দানসাগর গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দেশ, ব্রাহ্মণদিগের কুলজি গ্রন্থে,পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনকাল নিরূপণ, আইন আকবরিতে বঙ্গদেশের নৃপতিগণের তালিকায় তাহাদিগের রাজত্বকালের বৎসর গণনা, এবং অন্যান্য কতিপয় প্রমাণ। উপরোক্ত গ্রন্থগুলির কোন খানি প্রামাণ্য, পণ্ডিতগণ মধ্যে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। একজন যে গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যে তাহা অপ্রামাণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, অতএব আমরা আদিশূর এবং বল্লালের সময় নিরূপণে হস্ত-

ক্ষেপণ করিলাম না। পরিশিষ্টে কাহার কি মত ব্যক্ত করিলাম, পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে স্বীয় স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিশূর ও বল্লাল উভয়েই অম্বষ্ঠ কুলোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলজি গ্রন্থে এতদুভয় অম্বষ্ঠ কুলোৎপন্ন সুস্পষ্ট লিখিত আছে, ইহাদিগের অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে প্রায় সহস্র বৎসরাবধি কাহারই আপত্তি উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল ডাক্তর রায় রাজেন্দ্র লাল মিত্র বাহাদুর কতিপয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এক প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে মুদ্রিত করেন। তাহাতে বল্লালসেন এবং আদিশূর ক্ষত্রিয় ছিলেন, এই মত প্রচার করিয়াছেন।

এই নূতন মত প্রচারের পর অনেকেই আদিশূর এবং বল্লালের বর্ণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। কেহ কেহ বঙ্গের সেন রাজাদিগের সম্বন্ধে বংশ পরম্পরাগত যে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে তাহা কোন প্রকারেই ভ্রম পূর্ণ হইতে পারে না বোধে এবিষয় আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করেন। যাহা হউক, ডাক্তর

রাজেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়ার পর তাহার মত পরিপোষণার্থ আর কোন বিশেষ নূতন প্রমাণ সহ প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে কি না, জানি না। কিন্তু তাহার মতের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন নাই।

১২৮৩ সালের আষাঢ় মাসের "বান্ধবে" সেন রাজা শীর্ষক এক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, কিন্তু লেখক রাজেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত প্রমাণ প্রদর্শন ও স্থল বিশেষে তদীয় প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন মাত্র, নিজে কোন কথাই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই।

রাজেন্দ্রবাবু যে সমুদয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

১ম। কুলাচার্য্য ঠাকুরকৃত কুল পঞ্জিকাতে আদিশূর "ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ" বর্ণিত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর মতে "ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ" অর্থে (the sun of the kshatriya race) ক্ষত্রিয় জাতির সূর্য্য, অতএব আদিশূর ক্ষত্রিয় জাতি। *

২য়। রাজসাহীর প্রস্তর ফলকে বীরসেন, সামন্তসেন, হেমন্তসেন প্রভৃতি গৌড়ের নরপতিগণ চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ৺ কানাই লাল ঠাকুরের জমীদারিতে ভূপৃষ্ঠে এক খানি তাম্র শাসন পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ তাম্রশাসনে বল্লালসেন ও

* "On the sen Rajahs of Bengal" by Rajendra Lala Mitra, published in the journal of the Asiatic Society of Bengal P. 141. No. 3 of 1865.

তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি সোমবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এপ্রকার শ্লোক খোদিত আছে।

রাজেন্দ্র বাবুর মতে বীরসেন প্রভৃতি চন্দ্রবংশ-সম্ভূত, অতএব তাহারা অবশ্য ক্ষত্রিয় জাতি, এবং তিনি অনুমান করেন, বীরসেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র। বীর ও শূর উভয়েই একার্থপ্রতিপাদক শব্দ, অতএব বল্লালের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্যে বীরসেন, বংশ প্রবর্ত্তন হেতু আদি শব্দ সংযোগে ও বীরস্থানে শূর পরিবর্ত্তন হইয়া আদিশূর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আদিশূর এবং বীরসেন উভয়েই একব্যক্তি, সুতরাং রাজসাহির প্রস্তর ফলকাঙ্কিত এবং বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনের শ্লোকানুসারে আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব নিরূপণ হইতেছে।

রাজেন্দ্র বাবু এতদুভয় প্রমাণ বলে আদিশূর প্রভৃতির ক্ষত্রিয় জাতি নির্দ্ধারণ করতঃ বলিয়াছেন যে, আদিশূর বৈদ্যজাতি, এই জনপ্রবাদ ও সাধারণ সংস্কারের বিপরীত লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান থাকা হেতু, উক্ত প্রবাদ ও সংস্কার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। তবে এ প্রকার গুরুতর ভ্রম কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ? তিনি বলেন যে "পুরাকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অম্বষ্ঠ নামে এক ক্ষত্রিয়বংশ বাস করিত, বিষ্ণু পুরাণে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির উল্লেখ স্থলে এই ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে 'মদ্রা রামা স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসিকাদয়স্তথা। পাণিনি এক শব্দে—ক্ষত্রিয়জাতি ও তাহাদিগের বাসস্থান—এই দুই প্রকার অর্থাত্মক শব্দের উদাহরণ স্থলে অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, (পাণিনি ৪।১।১১৭ সূত্র)। মহাভারতে ঐ শব্দ এক ক্ষত্রিয় জাতি এবং ক্ষত্রিয়রাজার নাম বিশেষে ব্যব-

হার আছে, এবং মেদিনী বিশ্বপ্রকাশ ও শব্দার্থ রত্নাকরে অম্বষ্ঠ অর্থে দেশ বিশেষের সংজ্ঞা উল্লেখ আছে। সেন রাজারা ক্ষত্রিয়-জাতির এই শাখান্তর্গত হওয়াই সম্ভব,এবং বঙ্গদেশে তৎপরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যোৎপন্ন মনুর অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া গোল হইয়া তাহাদিগকে বৈদ্য জাতি গণ্য করা হইয়াছে।"

রাজেন্দ্র বাবুর এই সকল প্রমাণ কতদূর প্রবল এবং যুক্তিসঙ্গত তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম প্রমাণে আদিশূরের বর্ণনায় "ক্ষত্রিয়বংশ-হংসঃ" এই বিশেষণ কুলাচার্য্য ঠাকুর-কৃত কুল পঞ্জিকাতে বিদ্যমান আছে, উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কুলাচার্য্যগণ-কৃত রাঢ়ীয়শ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকা, বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা, কায়স্থ-কুল-দীপিকা, কুলরাম প্রভৃতি বহু কুলজি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ধ্রুবানন্দ মিশ্র, দেবীবর, কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি অনেকেই কুলজি গ্রন্থ লিখিয়া সমাজে কুলাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব কোন্ কুলাচার্য্য ঠাকুর-কৃত কুলপঞ্জিকা, তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকা হেতু আমরা চারি পাঁচ খানি কুলপঞ্জিকা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম কিন্তু একখানিতেও "আদিশূরঃ ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ" প্রাপ্ত হইলাম না।

প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কুলপঞ্জিকাতে "ক্ষত্রিয়বংশ হংসঃ" বচন বিদ্যমান থাকিলেও আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব কতদূর প্রতিপাদিত হয়, বলিতে পারিনা। সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সামান্য আকারাদির পরিবর্ত্তনে শব্দার্থের ভাবান্তর হইয়া যায়, অতএব সম্পূর্ণ শ্লোকাভাবে শ্লোকের কিয়দংশের অর্থ নিরূপণ করা সুকঠিন। যাহা হউক, রাজেন্দ্র বাবুর

উল্লেখ অনুসারে “ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ” বিশেষণ দ্বারা আদিশূর ক্ষত্রিয় ছিলেন, এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্র বাবু “ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ” এই বিশেষণ মাত্র কুলজিগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং “আদিশূরঃ” শব্দ উক্ত বিশেষণবাচক বাক্যের পূর্ব্বে অথবা পশ্চাতে কি ভাবে প্রযোজিত আছে তাহা কুলজি-উদ্ধৃত উক্ত বচন দ্বারা ঠিক হইতে পারে না। যদি আদিশূরের প্রতাপের উপমাস্থলে, অথবা “সূর্য্যের ন্যায় তিনিও এক নৃপতিবংশের আদিপুরুষ এবং বংশপ্রবর্ত্তয়িতা” এরূপ বর্ণনা স্থলে “ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ” বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা দ্বারা আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব কোন প্রকারে নির্ণীত হয় না।

আদিশূর যে সময়ে গৌড়দেশে স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তৎকালে ভারতের অন্য কোন রাজ্যে অম্বষ্ঠ জাতীয় সুপ্রসিদ্ধ কোন নরপতি বিদ্যমান ছিলেন না। এনিমিত্ত প্রবল-পরাক্রান্ত বুদ্ধদিগের বিজেতা আদিশূরের গুণগ্রাম উল্লেখ সময়ে তাঁহাকে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের সহিত তুলনা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বিশেষতঃ মহাবল পরাক্রান্ত রাজাদিগের প্রসাদ-লালসায় এতদ্দেশীয় কবিগণ নানাপ্রকার অত্যুক্তি করিয়া তাঁহাদিগের সামান্য যুদ্ধকার্য্যকে দিগ্বিজয়, যৎসামান্য ইষ্টকালয়কে ইন্দ্রের অমরাপুরী, এবং তাঁহাদিগের সাধারণ কার্য্য অসাধারণ অবদান বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ইহাতে আদিশূর অম্বষ্ঠ জাতি হইয়াও তদানীন্তন ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের শ্রেষ্ঠ বর্ণিত হইবেন, বিচিত্র নহে। এবং এ প্রকার অনুমান করা অযৌক্তিকও হইতে পারে না। কিন্তু

ইহাতে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ক্ষত্রিয় স্থির করা যাইতে পারে না।

বঙ্গদেশে যে সকল কুলজি গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহাতে আদিশূর ও বল্লাল নিরন্তর অম্বষ্ঠকুলোৎপন্ন উল্লেখ আছে।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মেলবন্ধকারী পণ্ডিতবর দেবীবর ঘটক আদিশূরকে অম্বষ্ঠকুলোৎপন্ন বলিয়াছেন। পাঠকদিগের দৃষ্টার্থে তৎপ্রণীত কুলজিগ্রন্থ হইতে কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল *। দেবীবর কুলীন সমাজে অসামান্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত মেলবন্ধের সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ কুলীনগণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যেক কুলীন ব্রাহ্মণের বংশপরিচয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন হইতে তাঁহাদিগের অধস্তন পুরুষগণের আচার, ব্যবহার এবং সম্বন্ধাদি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অতএব দেবীবর বল্লালের পরে জন্ম গ্রহণ করিলেও পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়িতা আদিশূরের কোন্ জাতি, অবশ্যই বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন, এবং তিনি স্পষ্টাক্ষরে আদিশূরকে অম্বষ্ঠবংশোদ্ভব বলিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্যদিগের কুলপঞ্জিকাতে আদিশূরের বংশাবলি সবিস্তার লিখিত আছে, এবং তাহাতে আদিশূর ও বল্লাল সেন

---

* অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ। রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ। এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরোযদা অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ। এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে। উপবিষ্টোদ্বিজান্ প্রাষ্টং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ। ইত্যাদি দেবীবর ঘটক কারিকা।

২য় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থ শব্দে ৭১২ পৃষ্ঠা দেখুন।

উভয়েই বৈদ্যকুলসম্ভূত উল্লিখিত হইয়াছেন *। কায়স্থ জাতির কুলপঞ্জিকাতে আদিশূর ও বল্লালকে অম্বষ্ঠকুলোৎপন্ন বলা হইয়াছে †। বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলপঞ্জিকার ঘটককারিকায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ হইতে কি নিমিত্ত গৌড়দেশে আগমন

---

* শ্রীমদ্রাজাদিশূরঃ ভবদবনিপতিস্তত্রবঙ্গাদিদেশে,
সল্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ স্বর্য্যথাসীৎতথাসীৎ।
প্রাতাপাদিত্যতপ্তাখিলস্তিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা,
জিত্বা বৃদ্ধাংশ্চকারস্বয়মপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।
অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতি বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্ত-
স্তস্মান্নামাদিশূরো বিমলমতিরিতিখ্যাতিযুক্তো বভূব। ইত্যাদি
অম্বষ্ঠ সম্বাদিকোদ্ধৃত প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকার বচন।

এই কয়েকটী শ্লোক শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থ শব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সাম্বাদেও লিখিত হইয়াছে।

পূরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতঃবল্লালেন মহীভূজা।
ব্যবস্থাপিচ কৌলীন্যং দ্বহিসেনাদিবংশজে।
পৌরুষৈরনতিক্রম্য সাধ্যাদোষাদিদূষিতৈঃ।
আচার বিনয়াদ্যেশ্চ গুণে বিরহিতেপিচ।
কুলীনশব্দঃ রূঢ়ায়ামিতি সূক্ষ্মধীয়াং মতঃ।
কবি কণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্যকুলজি।

† অথ বল্লালকৃত শ্রেণীবিভাগ।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎস নিজালয়ে॥
যত্র যত্রস্থিতাঃ বিপ্রাস্তত্র গ্রামে নিরোপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্ত নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞিতং॥
তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চসদ্বিজোত্তমে।
শূদ্রস্যাথ চতস্র নৃপেণ শ্রেণ্যঃ কৃতাঃ॥
উদগ্দক্ষিণরাঢ়োচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
কুলংচতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণি শ্রেণি বিশেষতঃ॥
শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত কায়স্থ শব্দে বঙ্গজ ঘটক রামানন্দ শর্ম্মাকৃত কুলদীপিকা।

করিয়াছিলেন বর্ণন সময়ে, আদিশূর বৈদ্যবংশীয় নৃপতি উল্লেখ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ঘটিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে*। তৎপরে কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রবর্ত্তয়িতা বল্লালকে আদিশূরের দৌহিত্রবংশোপন্ন নির্দ্দেশিত আছে†। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলপঞ্জিকা মিশ্রী গ্রন্থের মতেও আদিশূর ও বল্লাল অম্বষ্ঠকুলোৎপন্ন, কদাচ ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ নাই। এতভিন্ন অন্যান্য কতিপয় কুলপঞ্জিকায় আদিশূর এবং বল্লালসেন বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ আছে।

বঙ্গদেশে যে সকল কুলজিগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কোন পুস্তকেই আদিশূর ও বল্লাল সম্বন্ধে দ্বৈধমত নাই। সকল পুস্তকেই উভয়কে অম্বষ্ঠ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু যে কুলজি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আদিশূরসম্বন্ধে "ক্ষত্রিয় বংশহংসঃ" বিশেষণ

---

* অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণস্যাগমনং তৎশৃণু, অথ সকলদিগ্দেশীয়রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলালয়ঃ শ্রীলশ্রী আদিশূরোনামরাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিকো আসীৎ ইত্যাদি।

বারেন্দ্র ঘটক কারিকা।

† আদিশূরস্য নৃপতেঃ কন্যাকুলসমুদ্বহঃ।
বল্লালসেনো নৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড়বারেন্দ্রবঙ্গপৌণ্ড্রোপবঙ্গকে।
অধিকারোভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ॥

বারেন্দ্র কুলজি গ্রন্থ।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ পুস্তক অতিশয় প্রাচীন এবং প্রামাণ্য। এই পুস্তক পুরুষপরম্পরাগত কুলজিগ্রন্থব্যবসায়ী এক ঘটক ব্রাহ্মণের নিকট আছে। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতপ্রধান শ্রীযুক্ত রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঐ পুস্তক হইতে স্বয়ং উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবলেখককে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

লিখিত থাকিলেও আমরা আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিতে পারি না। যেহেতু পূর্ব্বোল্লিখিত প্রামাণ্য এবং প্রচলিত কুলজি গ্রন্থ সমূহের মতবিরুদ্ধে এবং বংশপরম্পরাগত কিম্বদন্তির বিরুদ্ধে, এক অনিশ্চিত এবং অপ্রচলিত পুস্তক প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আমরা যে কএকখানি কুলজি গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে প্রতি পুস্তকেই প্রথমে আদিশূরের বর্ণনা তৎপরে বল্লাল সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক লেখা আছে। কুলপঞ্জিকার এই প্রচলিত রীত্যনুসারে, রাজেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত কুলপঞ্জিকাতে বল্লালের বর্ণনা ঘটিত কতিপয় শ্লোক থাকা সম্ভব। কিন্তু তিনি উক্ত কুলপঞ্জিকা হইতে আদিশূরসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বল্লাল সম্বন্ধে কোন বচনের উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক রাজেন্দ্র বাবুর দর্শিত প্রথম প্রমাণের বিরুদ্ধে কুলজিগ্রন্থ হইতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি তৎসমুদয় উল্লেখ করাগেল। পাঠকবর্গ রাজেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত প্রমাণ কতদূর অকাট্য এবং সঙ্গত বিবেচনা করিবেন। *

---

* রাজেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত, কুলাচার্য্যঠাকুর কৃত কুলজিগ্রন্থে আদিশূরের ক্ষত্রিয় জাতি নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু অন্যান্য কুলজিগ্রন্থে, আদিশূর বৈদ্যজাতি, স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবম্বিধ মতভেদের কারণ আমরা অনুমান দ্বারা যতদূর স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, লিপিকারকের ভ্রম বশতঃ রাজেন্দ্রবাবুর কথিত কুলপঞ্জিকাতে, পাঠের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

* এতদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে সকলকেই পুস্তকাদি স্বহস্তে লিখিয়া লইতে হইত। যাঁহারা বিদ্বান এবং ভাষাজ্ঞ তাঁহারাই গ্রন্থাদির অবিকল, এবং যথাযথ প্রতিলিপি করিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহারা তদ্বিষয়ে

রাজেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত আদিশূর এবং বল্লালের দ্বিতীয় প্রমাণ, কেশবসেন প্রদত্ত তাম্র শাসন পত্রে সেনবংশীয় ভূপালদিগের সোমবংশোদ্ভব উল্লেখ, ও রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকে বিজয়সেন প্রভৃতির চন্দ্রবংশোৎপন্ন নির্দ্দেশ।

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রমাণের সমালোচনার অগ্রে, তাম্রশাসনপত্র ও প্রস্তরফলক-বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ

ন্যূন, তাঁহাদিগের লিখিত পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে, মূল পুস্তকের পাঠ পরিবর্ত্তন এবং ভাবান্তর হইয়া যাইত। বিশেষতঃ কুলজিগ্রন্থের আলোচনা এবং প্রয়োজন একমাত্র ঘটকসম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ব্যবসায় চালাইবার অনুরোধে, অনেকেই ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষার অবসর প্রাপ্ত হইতেন না; এবং অল্প কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতেন, ও কুলজি হইতে কতিপয় শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া, জনসমাজে ঘটকচূড়ামণি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন। এই সকল ঘটকচূড়ামণিরাই কুলজিগ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার গণ্ডগোল করিয়াছেন।

যাহা হউক উপরোক্ত স্থাপনায় নির্ভর করিয়া, উপলব্ধি হয় যে, রাজেন্দ্র বাবুর কুলজিগ্রন্থে "ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ" পাঠ পরিবর্ত্তে যদি "ক্ষৈত্রিয়বংশহংসঃ" পাঠ করা যায়, তবে এই কুলজিগ্রন্থ অন্যান্য কুলজিগ্রন্থের সহিত এবং দেশীয় কিম্বদন্তির সহিত একতা অবলম্বন করে।

মেদিনী অভিধানে "ক্ষৈত্রিয়" শব্দ পর্য্যায়ে "ক্ষৈত্রিয়ং ক্ষেত্রজতৃণে পরদেহচিকিৎসয়োঃ" লিখিত আছে। এবং "হংস" শব্দ পর্য্যায়ে "হংসঃস্যান্মানসৌকসি, নির্লোভনৃপবিষ্ণ্বর্কে পরমাত্মনিমৎসরে, যোগীভেদে মন্ত্রভেদে শরীরমরুদন্তরেত্ত্যরঙ্গম প্রভেদেপি"—লিখিত আছে। অতএব "ক্ষৈত্রিয়" শব্দ অর্থে, চিকিৎসা; তৎপর লক্ষণা করিয়া চিকিৎসক বুঝায়। এবং "হংস" অর্থ নৃপতি। অতএব "ক্ষৈত্রিয়বংশহংসঃ" অর্থ চিকিৎসক বংশীয় নৃপতি। আদিশূরকে চিকিৎসক বংশীয়, অর্থাৎ বৈদ্যবংশীয় নৃপতি উল্লেখ করিলে, এই গ্রন্থের সহিত অন্যান্য কুলজিগ্রন্থের অভিন্ন ভাব রক্ষিত হয়। এ জন্য "ক্ষত্রিয় বংশহংসঃ" পাঠ স্থলে, সামান্য পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "ক্ষৈত্রিয়বংশহংসঃ" পাঠ আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়।

করা যাইতেছে *। কেশবসেন প্রদত্ত তাম্রশাসনপত্র ৺ কানাইলাল ঠাকুরের ইদীলপুর পরগণায় ভূপৃষ্ঠ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহাতে লিখিত আছে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন, তৎপুত্র কেশবসেন বাৎস্য গোত্রসম্ভূত ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন। উক্ত গ্রামত্রয় বীক্রমপুরান্তর্গত ছিল। এই দান-পত্রের সময়ের নির্ণয় নাই, অথবা সন তারিখ যে স্থানে লেখা ছিল, সেই স্থান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দানপত্রে কেশবসেন প্রভৃতির জাতির উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহারা সোমবংশোৎপন্ন, লেখা আছে। শ্লোকগুলির এক স্থানে কেশবসেন আপনাকে " সেনকুল কমলবিকাশভাস্করঃ " উল্লেখ করিয়াছেন। †

রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকে, চন্দ্রবংশোৎপন্ন বীরসেন বংশে সামন্তসেন তৎপুত্র হেমন্তসেন তৎপুত্র বিজয়সেন, এই চারিজন নৃপতির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহারা কোন্ জাতি, এবং কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ দেশ শাসন করিতেন, ইত্যাদি ঐতিহাসিক কোন ঘটনারই উল্লেখ নাই। উমাপতিধর এই শ্লোকগুলির রচয়িতা ; তিনি অতিশয় অত্যুক্তি প্রিয় এবং বহুভাষী ছিলেন,

---

* তাম্র শাসন এবং প্রস্তরফলকের বিশেষ বিবরণ ও প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দৃষ্টব্য।

† কেশবসেন প্রদত্ত তাম্রসাশন ভিন্ন অপর একখানি তাম্রসাশন বাথরগঞ্জে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সেনবংশীয় কএক নৃপতির নামোল্লেখ আছে, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে এই তাম্রশাসন খোদিত হয়, এবং ইহাতে সেনবংশীয়েরা বৈদ্যজাতি স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পরিশিষ্টে এই তাম্রশাসন পত্রের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল।

"গীতগোবিন্দ" রচয়িতা জয়দেব স্পষ্টাভিধানে তাঁহার উপ-শ্লোক্তে দোষ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন *। অতএব উমাপতিধর বর্ণিত অত্যুক্তিপূর্ণ ঘটনাবলী হইতে সত্য ভাগ অতি সাবধানতা সহকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধে প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক সমূহের মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "প্রস্তর খোদিত শ্লোকের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কিন্তু রচনা সাতিশয় অত্যুক্তি পূর্ণ। শ্লোকের রচয়িতা সামান্য তুলনায় সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহার কোন মন্দির বর্ণনার আবশ্যক হইলে তিনি তাহার বর্ণিত মন্দির-চূড়া সূর্য্যের গতি-রোধক না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার বর্ণিত নৃপতিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কগণকে বৃথাভিমানী এবং হঠাৎ অবতার বলিয়া তিরস্কৃত করে, এবং তাহার যুদ্ধ-তরণীগুলি গঙ্গা সৈকতে ভগ্ন দশায় পাতিত হইয়াও চন্দ্রকে তিরস্কৃত করে"। † রাজেন্দ্র বাবুর এই বর্ণনার ঐতিহাসিকমূল্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই সকল শ্লোকে তাঁহার (বিজয়সেনের) যশোবর্ণনে, সত্য ঘটনারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এরূপ অল্পই আছে। তাঁহার রাজত্বকালের অব্দ লেখা নাই, তাঁহার জাতির নাম উল্লেখ নাই, এবং মন্দির যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়া ছিল ঐ স্থানের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি

---

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং।
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে॥
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়বচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন।
স্পর্দ্ধীকোঽপি নবিশ্রুতঃ শ্রুতিধরোধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

† "On the Sena Rajas of Bengal" journal of the Asiatic Society Nos. III. 1865, Page 129.

আসাম দেশ, এবং চিল্কা হ্রদ ও মান্দ্রাজের মধ্যবর্ত্তী করমণ্ডল উপকূল আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গা-পথে পাশ্চাত্য রাজাদিগকে পরাজয় মানসে রণতরি-বৃন্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ প্রকার লেখা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল যুদ্ধযাত্রায় কি ফল লাভ হইল তদ্বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। শেষোল্লিখিত যুদ্ধযাত্রায় যে কোনরূপ ফল লাভ হয় নাই, এক প্রকার স্বীকার করাই হইয়াছে। যেহেতু যুদ্ধযাত্রার ঘটনা মধ্যে, গঙ্গা সৈকতে রণতরি ভগ্ন হইয়াছিল এই এক মাত্র বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে"। *

রাজেন্দ্র বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন রাজসাহীর প্রস্তর ফলকের ইতিহাস-মূল্য কিছুই নাই, এবং বীরসেন প্রভৃতি কোন্ জাতি স্পষ্টাভিধানে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। তিনি কেবল চন্দ্রবংশোৎপন্ন বলিয়া সেনবংশীয় নৃপতিদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে রাজেন্দ্র বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম। বীরসেন, সামন্তসেন, বিজয়সেন, এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় নৃপতিগণ চন্দ্র-বংশোৎপন্ন, সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতি।

২য়। তাম্রশাসন-পত্রের উল্লিখিত বিজয়সেন এবং প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকে বর্ণিত বিজয়সেন এক ব্যক্তি, সুতরাং

* Vide journal of the Asiatic Society of Bengal No. III. 1865 Page 130.

তাম্রশাসন ও প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকগুলি এক বংশকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

৩য়। বীরসেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র, বীরসেন বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ এবং বংশপ্রবর্ত্তক।

প্রথম স্থাপনায় রাজেন্দ্রবাবুর মতে চন্দ্রবংশীয় মাত্রেই ক্ষত্রিয়। কিন্তু এতদ্বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে চন্দ্রবংশীয় হইলেই যে ক্ষত্রিয় হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, চারি বর্ণেরই উৎপত্তি পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তির পুত্রগণ মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহবা শূদ্র হইয়াছেন। কোন কোন ক্ষত্রিয় যোগবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব চন্দ্রবংশীয় অথবা সূর্য্যবংশীয় মাত্র নির্দ্দেশ করিলে, জাতির নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রবংশীয় গৃৎসমদের বংশে চতুবর্ণ জাতির উৎপত্তির উল্লেখ আছে*। বায়ুপুরাণে নিশ্চিত আছে বেণুহোত্র এবং বৎস্য উভয়েই ক্ষত্রিয় জাতি, কিন্তু ইহাদিগের বংশে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছি-

---

* পুত্রোগৃৎসমদস্যাসীৎ শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃকর্ম্মভির্দ্বিজঃ।

বিষ্ণুপুরাণ।

লেন *। যযাতি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতির পুত্র অঙ্গের বংশে অধিরথের জন্ম, অধিরথের পুত্রেরা চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াও সূতজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং এই বংশে মহাবীর কর্ণ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। †

চন্দ্রবংশে গর্গ হইতে শিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র গার্গ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ‡। নাভাগোদিষ্টের পুত্রেরা বৈশ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু নাভাগোদিষ্ট স্বয়ং সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়। ¶

ভরদ্বাজের পুত্র বিতথ, বিতথের পাঁচ পুত্র সুহোত্র, সুহোতার, গয়, গর্গ, এবং কপিল। কাশীক এবং গৃৎসমৎ

---

* বেণুহোত্রসুতশ্চাপি গার্গ্যোবৈনাম বিশ্রুতঃ।
গার্গস্য গর্গভূমিস্তু বাৎস্য বৎসস্য ধীমতঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব তয়োঃ পুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
বায়ুপুরাণ।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণদ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মুন্সি প্রণীত "জাতিতত্ত্ব বিবেক" পুস্তক হইতে, প্রস্তাবলেখক কর্তৃক সকৃতজ্ঞ চিত্তে গৃহীত হইল। "জাতিতত্ত্ব বিবেকগ্রন্থে" ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের উৎপত্তির বিবরণ এবং উক্ত জাতি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় সুচারুরূপে লিখিত আছে।

† মহাভারতে কর্ণের বিবরণে দ্রষ্টব্য।

‡ গর্গাচ্ছিনিস্ততোগার্গঃ ক্ষত্রাদ্ব্রহ্মহ্যবর্ত্তত।
ভাগবত ৯।২১।১৩

¶ নাভাগোদিষ্টপুত্রোন্য কর্ম্মণা বৈশ্যতাংগত।
ভলন্দন সুতস্তস্য বৎস্যপ্রীতির্ভলন্দনাৎ।
বৎস্যপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমিতিং বিদুঃ।
খনিত্রঃ প্রমতেস্তস্মাচ্চাক্ষুষোঽথ বিবিংশতিঃ।
বিবিংশতেঃ সুতোরম্ভ খনীনেত্রোঽস্য ধার্ম্মিকঃ।
করন্ধমো মহারাজস্তস্যাসীদাত্মজো নৃপঃ।
তস্যাবিক্ষিৎ সুতোযস্য মরুতশ্চ এতর্বত্ত্বাভূৎ।
ভাগবত ৯।২।১৬

নামে সুহোতারের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। গৃৎসমৎ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। †

হরিবংশ এবং ভাগবতাদি পুরাণোদ্ধৃত এই সকল শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, পুরাকালে এক ব্যক্তি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্ততিগণ তৎপরকালে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াও, চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশোৎপন্ন বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব সেনবংশীয় নৃপতিগণ চন্দ্রবংশ হইতে উৎপন্ন কেবল ইহাই উল্লেখ থাকিলে তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় জাতি, ইহা কোন রূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। অতএব রাজেন্দ্র বাবুর প্রথম স্থাপনা ভ্রম পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাজসাহীর প্রস্তরফলকাঙ্কিত শ্লোক সমূহের কোনটীতেই, স্পষ্টাভিধানে বীরসেনবংশীয় নৃপতিদিগের জাতির উল্লেখ নাই। পঞ্চম শ্লোকে “ সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনিকুলশিরদাম-সামন্তসেনঃ ”* এই চরণেও সামন্তসেনের ক্ষত্রিয়ত্ব স্পষ্টাভি

---

† ততোথবিতথোনাম ভরদ্বাজসুতোঽভবৎ।
ততোর্থবিতথেজাতে ভরতস্তুদিবংযযৌ॥
সচাপিবিতথঃ পুত্রান্ জনয়ামাসপঞ্চবৈ।
সুহোত্রঞ্চ সুহোতারং গয়ং গর্গস্তথৈবচ॥
কপিলঞ্চ মহাত্মানং সুহোত্রস্য সুতদ্বয়ং।
কাশিকশ্চ মহাসত্বস্তথাগৃৎসমতির্নৃপ॥
তথাগৃৎসমতেঃ পুত্রাঃ ব্রহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবিশঃ।
হরিবংশ, ক্ষত্রবংশ বর্ণনে।

* রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকের ৫ম শ্লোক দেখুন।

ধানে উল্লেখ নাই। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বাবু বীরসেনবংশীয়-দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের সাহায্যার্থে, এই চরণের যে অনুবাদ করিয়াছেন, ঐ অনুবাদ আমরা বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার অনুবাদানুসারে "সামন্তসেন অত্যুচ্চ ক্ষত্রিয়বংশের মস্তকমালা।" সুতরাং "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" এক উচ্চ (অথবা মহৎ) ক্ষত্রিয় জাতি।

আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে, মন্বাদিপ্রণীত শাস্ত্রে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" নামে কোন জাতি, অথবা ক্ষত্রিয় জাতির কোন শ্রেণীবিশেষের উল্লেখ প্রাপ্ত হইলাম না। জাতিমালা গ্রন্থে ভারতবর্ষস্থ সমুদয় জাতির নাম উল্লেখ আছে কিন্তু "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" জাতির উল্লেখ নাই। আমরা সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত শব্দকল্পদ্রুম, অমর-কোষ, গোল্ড্ষ্টুকর প্রণীত সংস্কৃত অভিধান এবং অন্যান্য কতিপয় অভিধান অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম কোথাও "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" শব্দ প্রাপ্ত হইলাম না; কিন্তু ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সকল জাতিবাচক শব্দই লিখিত আছে। "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" নামে কোন জাতি থাকিলে, "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" শব্দ অবশ্যই অভিধান সমূহে সন্নিবেশিত হইত। ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের মর্য্যাদানুসারে খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন, যথা সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, রাঠোরবংশায়, অগ্নিকুলবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণী-বিভাগ দ্বাদশ দেশে বাসহেতু নির্ণীত হইয়াছে, যথা—গৌড়, শকসেনা, শ্রীবাস্ত ইত্যাদি। এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্যেও "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" জাতি অথবা তদন্তর্গত কোন শাখা দৃষ্টি-

গোচর হয় না। অতএব "ব্রহ্ম" অথবা "ব্রহ্মন্" শব্দ "ক্ষত্রিয়" শব্দের সহিত সংযোজিত করিয়া, "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" শব্দ নিষ্পন্ন করত, অর্থ করিতে হইবে।

সংস্কৃত অভিধান অনুসারে ক্লীবলিঙ্গবাচক "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ বেদ, তত্ত্ব, তপ, ঈশ্বর ইত্যাদি। পুংলিঙ্গবাচক "ব্রহ্মন্" শব্দের অর্থ—ব্রহ্মা, স্রষ্টা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি *। কোন অভিধানেই "ব্রহ্মা" অথবা "ব্রহ্মন্" শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ অথবা মহৎ প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব রাজেন্দ্র বাবু "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ "প্রধান (অথবা শ্রেষ্ঠ) ক্ষত্রিয়" যে লিখিয়াছেন, তাহা যথোচিত বোধ হইতেছে না। "ব্রহ্ম" অথবা "ব্রহ্মন্" শব্দের সহিত "ক্ষত্রিয়" শব্দ যোগে "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" শব্দের নানাপ্রকার অর্থ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে যেটি আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইল তাহা লেখা যাইতেছে।

যজুর্ব্বেদে "ব্রহ্মক্ষত্রং" শব্দের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ "ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ" লিখিয়াছেন †।

---

* ব্রহ্মন্ এবং ব্রহ্ম শব্দ দ্বিতীয় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ২৯২১ পৃ, এবং ২৯০২ পৃ, দ্রষ্টব্য।

† ওঁ ঋতসা ডৃতধামগ্নিগন্ধর্ব্বঃ সন্‌ইদংব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহাবাট্।
পশুপতিকৃতদশকর্ম্মদীপিকায়াং বিবাহপ্রকরণে যজুর্ব্বেদোদ্ধৃত হোমমন্ত্রং। অস্য টীকা। যোঽগ্নিঃ গন্ধর্ব্বরূপঃ তস্মিন্ অগ্নয়ে স্বাহাবাট্ যৎ স্বাহাকৃতং তৎ সুষ্ঠু ব্বহতু স্বাহোপপদে বহের্ব্বিন্ কিম্ভূত ঋতাসাট্ সত্ত্বসহকৃতঃ পুনঃ কিম্ভূতঃ ঋতধামা ঋতংসত্ত্বং ধামঃ স্থানংযস্য কিমর্থং স্বাহা ক্রিয়তে ইত্যাহ স নোঽস্মাকং ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ পাতু রক্ষতু ইত্যর্থঃ।

যজুর্ব্বেদোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে, পঞ্চম শ্লোকের * অন্যান্য চরণের ভাবেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—

"ব্রহ্মক্ষত্রং" ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ (ব্রহ্মজ্ঞান এবং ক্ষত্র বীর্য্য) ব্রহ্মক্ষত্রায় সাধু, ইত্যর্থে ইয়, "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ঃ" (ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং ক্ষত্রিয়তেজ সম্পন্ন ব্যক্তি) তেষাম্ "ব্রহ্মক্ষত্রি-য়াণাম্ কুলশিরোদামঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান এবং ক্ষত্রিয় তেজ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কুলের শিরোভূষণ, অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে বিবেচ্য "স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" এই চরণে হেমন্তসেনের জাতিনির্দ্দেশ হইতে পারে কি না? শাস্ত্রানুসারে দ্বিজাতি মাত্রেরই বেদ এবং সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নে অধিকার আছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন দ্বিজাতিদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণ সদৃশ ক্ষমতা লাভ করিয়া ছিলেন; এবং দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয়-বীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। অতএব ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় না হইলেও, তাঁহাদিগের ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রবীর্য্য বিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং বিজয়সেনকে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয় পরাক্রম সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কুলশ্রেষ্ঠ বর্ণনা করাতে তাঁহার জাতির কোন উল্লেখ হইতেছে না। বোধ হয় কবি সামন্তসেনকে পরাক্রমশালী নৃপতিদিগের অগ্রগণ্য মাত্র বলিলে, তদীয় আধ্যাত্মিক ব্রহ্মানুরাগ উল্লেখ করা হইল

* পরিশিষ্টে রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকের পঞ্চম শ্লোক দেখুন।

না, এ নিমিত্ত "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরোদামঃ" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই শ্লোকের পূর্ব্ব চরণে, সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী ছিলেন, স্পষ্ট বলা হইয়াছে। * নবম শ্লোকে সামন্তসেন যে অত্যন্ত বেদানুরাগী, এবং স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন, কবি বিশেষ রূপে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন †। যাহা হউক "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরোদামঃ" বিশেষণদ্বারা সেনবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব নির্ব্বিরোধে প্রতিপন্ন হইতেছে না।

রাজেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় স্থাপনা এই—প্রস্তরফলকখোদিত শ্লোকে যে বিজয়সেনের বর্ণনা আছে, উক্ত বিজয়সেন, এবং কেশবসেন প্রদত্ত তাম্রশাসন-পত্রে কেশবসেনের প্রপিতামহ বিজয়সেন এক ব্যক্তি, সুতরাং বল্লাল বীরসেনের বংশধর। এই স্থাপনা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য নাই। বল্লালের পিতা, ধীরসেন, অথবা বীরসেন নামান্তরে বিজয়সেন ভিন্ন, তাঁহার পিতামহ, প্রপিতামহাদির নাম আমরা আর কোন স্থলে প্রাপ্ত হই নাই। আমাদিগের দৃষ্ট কুলজি গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন কুলজি পুস্তকে আছে কি না বলিতে পারি না।

তাম্রশাসনে বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন, এবং প্রস্তরফলকে বীরসেন বংশীয় হেমন্তসেন, সামন্ত সেন এবং বিজয়সেন নামের উল্লেখ আছে। উভয় ফলকেই বিজয়সেনের নামোল্লেখ থাকাতে ইহারা সকলেই এক বংশীয়,

---

* তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী।
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ॥

৫ ম শ্লোক

† পরিশিষ্টে প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকের নবম শ্লোক দেখুন।

আপাততঃ অন্তঃকরণে এবম্বিধ প্রতীতির উদয় হয় বটে, কিন্তু উভয় ফলকের শ্লোকে বীরসেন প্রভৃতি, এবং বল্লাল প্রভৃতি কোন সময় জীবিত ছিলেন, লেখা নাই। এজন্য উপরোক্ত স্থাপনা নিঃসংশয় রূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। এক সময়ে ভিন্ন স্থানে এক নামে দুই নৃপতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বংশে বিদ্যমান থাকা, অথবা একদেশে স্বতন্ত্র সময়ে এক নামে ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় নৃপতির বিদ্যমান থাকা অসম্ভব হইতে পারে না। যদিও বীরসেন এবং বল্লালসেন একবংশীয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও "চন্দ্রবংশোৎপন্ন" মাত্র লেখা থাকাতে সেনবংশীয়দিগের কোন প্রকার জাতির নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

রাজসাহীর প্রস্তরফলক এবং বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনের কোন শ্লোকেই আদিশূরের নামোল্লেখ অথবা কোন প্রকার প্রসঙ্গ নাই। অতএব আদিশূর-সম্বন্ধে এতদুভয় ফলকাঙ্কিত শ্লোক সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

রাজেন্দ্র বাবু অনুমান করেন, বীরসেন আদিশূরের নামান্তর মাত্র, আদিশূরই বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ। বীরসেন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, বল্লাল এই বীরসেনের অধস্তন পুরুষ, এবং চন্দ্রবংশোৎপন্ন হেতু ক্ষত্রিয় জাতি। এক্ষণে বীরসেনকে আদিশূর বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে পারিলে, আদিশূরের ক্ষত্রিয়ত্ব সহজেই প্রতিপাদিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন বোধ হয় রাজেন্দ্র বাবু উক্ত প্রকার অনুমান করিয়াছেন।* কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; এবং তিনি অদ্যৌ এক মহৎ-ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বল্লাল আদিশূরের নিজকুলে জন্ম

গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার কন্যাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কুলজিগ্রন্থাবলিতে এই বিষয় স্পষ্টাভিধানে লিখিত আছে *। রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকে, অথবা অন্য কোথাও আদিশূর ও বল্লাল এক বংশোৎপন্ন লেখা নাই। অতএব কুলজিগ্রন্থের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় কুলজি গ্রন্থের মতই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অনুমান দ্বারা পুস্তকের লিখিত প্রমাণ অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

প্রথমতঃ যদি বীরসেন, আদিশূরের নামান্তরমাত্র স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে সামন্তসেন, হেমন্তসেন এবং বিজয় সেন আদিশূরের বংশোৎপন্ন স্থিরীকৃত হয়েন। অতএব কুলজিগ্রন্থের লিখিত আদিশূর ও বল্লালের কন্যাকুলগত সম্পর্ক রক্ষার্থ, বল্লালবংশীয় ভূপালদিগকে স্বতন্ত্র আদি পুরুষ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং রাজসাহীর প্রস্তর ফলক, বর্ণিত বিজয়সেন এবং তাম্রফলকবর্ণিত বিজয়সেন এক ব্যক্তি অনুমান করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বীরসেন বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ স্বীকার করিলে, পূর্ব্বোক্ত কারণে আদিশূর এবং বীরসেন এক ব্যক্তি হইতে পারে না।

---

* আদিশূরস্য নৃপতেঃ কন্যাকুলসমুদ্ভবঃ।
বল্লালসেনো নৃপতিরজায়ত গুণোত্তমঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌরবারেন্দ্র বঙ্গপৌণ্ড্রপবঙ্গকে।
অধিকারোভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ॥
বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা।

বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতেও আদিশূরের কন্যাকুলে বল্লাল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, লিখিত আছে।

যাহা হউক, রাজেন্দ্র বাবু বীরসেনকেই আদিশূর প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "বীর" ও "শূর" শব্দ উভয়েই একার্থপ্রতিপাদক, "বীর" স্থানে প্রথমে "শূর" শব্দ পরিবর্ত্তন হইয়া, বীরসেন স্থানে শূরসেন হইয়াছে। তৎপরে বংশ প্রবর্ত্তন হেতু "আদি" শব্দযোগে "বীরসেন" স্থানে "আদিশূর" নাম সংঘটিত হইয়া জনসমাজে খ্যাত হইয়াছে।

"বীরসেন" পরিবর্ত্তে একবারে আদিশূর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। কোন নাম এক ভাষা হইতে বিজাতীয় ভাষাতে লিখিত হইলে রূপান্তরিত হইতে পারে বটে, কিন্তু এক ভাষাতে "আদিশূর" স্থানে "বীরসেন" হইতে পারে না। নানা পুস্তকে আদিশূরের নাম উল্লেখ আছে, আদিশূর বঙ্গদেশে বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাজসাহীর প্রস্তর ফলক বিজয়সেনের রাজত্বকালে খোদিত হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে যে সকল শ্লোক অঙ্কিত আছে তৎসমুদয় বিজয়-সেনের অভিপ্রায়ানুসারেই রচিত হইয়াছিল। এই সকল শ্লোকে আদিশূরের নামোল্লেখ নাই, অথচ বীরসেনের সবিস্তার বর্ণনা আছে। আদিশূর এবং বীরসেন এক ব্যক্তির নামান্তর হইলে, রাজসাহীর প্রস্তারাঙ্কিত শ্লোকে বিজয়সেন স্বীয় বংশ-পরিচয়ে আদিশূরের নামোল্লেখ করিতেন, এবং আপনাকে বীরসেন বংশোদ্ভব না বলিয়া আদিশূরবংশোৎপন্ন বর্ণনা করা শ্লাঘ্যতর বিবেচনা করিতেন। অখ্যাত নামে পিতৃপুরুষদিগের পরিচয় কেহই প্রদান করে না। এ প্রকার পরিচয় প্রদান

করাও সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ এবং মানব-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

যদি বীরসেন যথার্থই আদিশূর হইতেন, তবে কবি অবশ্যই তাঁহার যশোবর্ণনসময়ে পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে সংস্থাপন রূপ প্রধান ঘটনার অবতারণা করিতেন। কবিকর্ত্তৃক এতদ্বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, বীরসেন যে পঞ্চব্রাহ্মণের আনয়িতা নহেন, তাহাই স্পষ্টাভিধানে প্রকাশ করিতেছে। রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকের চতুর্থ শ্লোকে বীরসেন দাক্ষিণাত্যের রাজা ছিলেন, লিখিত আছে। তদীয় বংশে সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি কর্ণাট দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে তপস্বিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্লোকে এই সকল ঘটনা বর্ণিত আছে। অতএব বীরসেনের সহিত বঙ্গদেশের যে কোন প্রকার সংশ্রব ছিল না, তদ্বিষয়ের আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বঙ্গদেশের অধিপতি হইলে, তদীয় বর্ণনাত্মক শ্লোকে অবশ্যই বঙ্গদেশ-বিজয়বার্ত্তা লিখিত থাকিত। পরাশর-তনয় ব্যাসদেব বীরসেন প্রভৃতির যশোবর্ণন করিয়াছেন, চতুর্থ শ্লোকে ইহাও উল্লেখ আছে। বীরসেন এতন্নিবন্ধন ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী ছিলেন প্রকাশ পাইতেছে, আদিশূর খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার পরে বঙ্গদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। অতএব ব্যাসের সমকালিক বীরসেনকে আদিশূর নির্ণয় করা কোন রূপেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ফলতঃ রাজসাহীর প্রস্তরফলক-খোদিত শ্লোকদ্বারা আদি-

শূরের ক্ষত্রিয়ত্ব অথবা অম্বষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। এবং ইহাতে আদিশূরবংশীয় কোন নৃপতির নামোল্লেখ অথবা বর্ণনা নাই। সুতরাং আদিশূর এবং বল্লাল, উভয়েই দুই স্বতন্ত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র বাবু তৎপ্রদর্শিত প্রস্তরফলক ইত্যাদির প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, "কুলাচার্য্যঠাকুর-কৃত পঞ্জিকাতে আদিশূরকে ক্ষত্রিয় বংশের সূর্য্য (ক্ষত্রিয়বংশহংসঃ) বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। বাখরগঞ্জ এবং রাজসাহী অঙ্কিত শ্লোকে সেনবংশীয় রাজগণ চন্দ্রবংশাবতংস অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সন্তান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকে সামন্তসেনকে প্রধান ক্ষত্রিয়বংশ সকলের মস্তকমালা নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব আধুনিক জন-প্রবাদ গ্রহণ করিয়া এই সকল প্রমাণ কখনই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, এবম্বিধ জনপ্রবাদ যে ভ্রমে উৎপন্ন হইল, তাহা নিরূপণ করাও কঠিন নহে। প্রাচীন সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অম্বষ্ঠ নামে এক ক্ষত্রিয়বংশ বাস করিত বিষ্ণুপুরাণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির উল্লেখ স্থলে ঐ ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে (মদ্রাঃ রামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসিকাদয়স্তথা) পাণিনি এক শব্দের ক্ষত্রিয় জাতি ও তাহাদিগের বাসস্থান—এই দুই প্রকার অর্থাত্মক শব্দের উদাহরণ স্থলে অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে ঐ শব্দ এক ক্ষত্রিয় জাতি এবং ক্ষত্রিয় রাজার নামবিশেষে ব্যবহার আছে, এবং মেদিনী, বিশ্বপ্রকাশ ও শব্দরত্নাকর অম্বষ্ঠ অর্থে দেশ বিশেষের সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন।

(গোল্ডষ্টুকার-প্রণীত সংস্কৃত অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দ দেখ) সেন রাজারা ক্ষত্রিয় জাতির এই শাখান্তর্গত হওয়াই সম্ভব এবং বঙ্গদেশে তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যোৎপন্ন মনুষ্য অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া গোল হইয়া,তাহাদিগকে বৈদ্য জাতি গণ্য করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই প্রকার নাম ও নামের অর্থের গোলমাল সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব সেন রাজারা অযথার্থ রূপে শব্দার্থের পরিগ্রহ হেতু ক্ষত্রিয় জাতি হইতে মিশ্রিত জাতিতে যে অবনমিত হইবেন, তাহাতে কাহারই বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। আবুলফজেল আইন আকবরিতে, এবং পিরি-তি ফেন্‌থেলার সেন রাজাদিগকে কায়স্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই, অদ্য পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অম্বষ্ঠগণ কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি এই সকল গ্রহণ না করা যায়, তবে জনপ্রবাদকে লিখিত প্রমাণের বিরুদ্ধে স্থাপন করিতে হয় *।"

আমরা রাজেন্দ্র বাবুর সেনবংশীয় ভূপালদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রমাণ মধ্যে কুলাচার্য্য ঠাকুর কৃত কুলপঞ্জিকার প্রমাণ কতদূর প্রামাণ্য, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি; বাখরগঞ্জের তাম্রশাসন এবং রাজসাহীর প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকে যে সেনবংশীয় রাজাদিগের জাতির কোন উল্লেখ নাই, এবং চন্দ্রবংশীয় হইলেই যে ক্ষত্রিয় হয় না, তাহাও যথাসাধ্য দেখাইয়াছি। অতএব সেন রাজাদিগের সম্বন্ধে দেশ প্রচলিত জনপ্রবাদ বিদ্যমান লিখিত প্রমাণের প্রায় সকলগুলির সহিত একতা

* Vide "on the Sena Rajah of Bengal" J. A. S. of Bengal No. III. of 1865. Page 141.

অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং জনপ্রবাদ লিখিত প্রমাণের বিরোধী কি না, এই তর্কের মীমাংসা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি জনপ্রবাদ যে ভ্রমপূর্ণ, ইহা সংস্থাপন নিমিত্ত রাজেন্দ্র বাবু যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করিব; এবং সেনবংশীয় নৃপতিদিগের জাতি সম্বন্ধে জনপ্রবাদের যে উক্ত ভ্রম নিতান্ত অসম্ভব, তাহাও প্রমাণিত করিতে যত্ন করিব।

অম্বষ্ঠ শব্দ জাতিবাচক অর্থে কদাচ ক্ষত্রিয় বুঝায় না, মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াংযঃ পারশব উচ্যতে॥
মনু ১০ অধ্যায় ৮ ম শ্লোক।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা গর্ভসম্ভূত জাতির নাম অম্বষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যার গর্ভ-সম্ভূত পারশব; যে জাতি নিষাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোহি মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
পরাশরঃ।

হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে জাত অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ মুনিশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদে জাতঃ পারশবোঽপিবা॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ব্রাহ্মণ

হইতে বৈশ্যার গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অম্বষ্ঠ, এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান নিষাদ অথবা পারশব।

বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রক ইতি ॥

শব্দঃ।

ব্রাহ্মণ-পুত্র অম্বষ্ঠ বেদ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বৈদ্য নামে অভিহিত। মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ অম্বষ্ঠ জাতি বৈশ্যাগর্ভ-সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অম্বষ্ঠ কদাচই ক্ষত্রিয় হইতে পারে না।

আদৌ চারিবর্ণের সৃজন হইয়াছিল, এই চারি বর্ণের

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥

১০।৪ মনু।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং চতুর্থ শূদ্র, ইহা ভিন্ন আর পঞ্চম বর্ণ নাই।

ক্ষত্রিয় আদিম বর্ণ সংকরণ অম্বষ্ঠ নামে কদাপি অভিহিত হইতে পারে না। মেদিনী, শব্দার্থ রত্নাকর, অমরকোষ শব্দ-কল্পদ্রুম প্রভৃতি অভিধান সমূহে অম্বষ্ঠ অর্থে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা সম্ভূত জাতি। এবং অম্বষ্ঠ নামে এক দেশ লিখিত আছে, অম্বষ্ঠ নামে কোন ক্ষত্রিয়জাতি কিম্বা ক্ষত্রিয় বংশের উল্লেখ নাই।

রাজেন্দ্র বাবু বিষ্ণুপুরাণ হইতে " মদ্রা রামাস্তথাম্বষ্ঠা পার-সিকাদয়স্তথা " এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া, অম্বষ্ঠ নামে ক্ষত্রিয় জাতির উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয় অংশের

তৃতীয় অধ্যায়ে "সৌবীরাঃ সৈন্ধবাহূনা শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ। মদ্রা রামাস্তথাম্বষ্ঠা পারসিকাদয়স্তথা॥" এই শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই শ্লোকের এবং তৎপূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে মদ্রারামা প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন স্থলে উল্লেখ নাই।*

---

* বিষ্ণু পুরাণম্।

দ্বিতীয়াংশঃ, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশরঃ উবাচ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
নব যোজন সহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনেঃ।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃশুক্তিমান্ ঋক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যাশ্চ পরিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিযস্মাৎ প্রযান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষামুনে॥
ইতঃ স্বর্গঞ্চ মোক্ষঞ্চ মধ্যশ্চান্তাচ গণ্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে॥
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যোগন্ধর্ব্বস্তথবারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃসাগরসংবৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তর।
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যাস্যুঃ পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥
শতদ্রু চন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ।
বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পরিপাদ্রোদ্ভবামুনে॥
নর্ম্মদাসুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ।
তাপীপয়োঞ্চী নির্ব্বিন্ধ্যাপ্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা। ১।
সহ্যপাদোদ্ভবানদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ। ২।
কৃতমালাতাম্রপর্ণী-প্রমুখামলয়োদ্ভবাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে এই সকল জাতির সম্বন্ধে লেখা আছে যে নর্ম্মদা ও শূরসাধ্যা নদীদ্বয়ের সান্নিধ্যে, সৌবীর, সৈন্ধ্যব, হূন, শাল্ব, সাকলবাসী, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ, এবং পারসিক জাতিরা বাস করিত; এবং উক্ত নদীদ্বয়ের জল পান করিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুরাণে এই সকল নামে দেশ সকলেরও উল্লেখ আছে। যে প্রকার বঙ্গবাসীদিগকে "বঙ্গাঃ" এবং মগধ দেশবাসীদিগকে "মগধাঃ" বলা যায়, তদ্রূপ মদ্র আরাম, এবং অম্বষ্ঠ দেশের অধিবাসিদিগকে সংস্কৃতে "মদ্রাঃ" "আরামাঃ" "অম্বষ্ঠাঃ" বলা যাইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণে মদ্র আরাম এবং অম্বষ্ঠেরা কোন্ বর্ণ উল্লেখ নাই। এই সকল দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতির বাস থাকা সম্ভব। কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় জাতি-

---

ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা কুমার্যাদ্যা শুক্তিমৎ পাদ সম্ভবাঃ।
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্তন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়োজনাঃ॥
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাকলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৬॥
তথা পরান্তা সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারূষা মালবাশ্চৈব পরিপাত্র নিবাসিনঃ॥
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূনাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসীনঃ।
মদ্রারামাস্তম্বষ্ঠা পারসীকাদয়স্তথা॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতোমহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥

উল্লিখিত শ্লোকগুলি শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত হইল। উপরোক্ত শ্লোকে, মধ্যে মধ্যে পাঠান্তর ভিন্ন পুস্তকে দৃষ্ট হয়। বরদা বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণে ঐ সকল ভিন্ন পাঠ লেখা আছে। ভিন্ন পাঠের কোনটী দ্বারাই অম্বষ্ঠ জাতি ক্ষত্রিয় এ প্রকার ভাবোদ্ধার হয় না।

ই যে ঐ সকল দেশে বাস করিত বিষ্ণুপুরাণে ইহা নির্ণীত নাই। অতএব রাজেন্দ্রবাবু "মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাপারসীকাদয়স্তথা" এই বচনদ্বারা, অম্বষ্ঠ নামে ক্ষত্রিয়বংশ অথবা ক্ষত্রিয় জাতির বিদ্যমান থাকা, কি প্রকারে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন বলিতে পারিনা।

"সেনরাজা" প্রবন্ধের ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মহাভারতে অম্বষ্ঠ নামে এক ক্ষত্রিয়জাতি এবং ক্ষত্রিয় রাজার নামোল্লেখ আছে। কিন্তু মহাভারতের কোন্ পর্ব্বের কোন অধ্যায়ে এরূপ উল্লেখ আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকা হেতু, আমরা অম্বষ্ঠ শব্দের উক্তরূপ ব্যবহার বহু অনুসন্ধানেও, মহাভারত হইতে বাহির করিতে পারিলাম না। সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, পাণ্ডু-নন্দন নকুল দশার্ণদিগকে পরাজয় করিয়া শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ এবং পঞ্চকর্প টদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন*। উক্ত পর্ব্বান্তর্গত দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়েও অম্বষ্ঠদিগের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহারা ক্ষত্রিয়, কি কোন জাতি কিছুই উল্লেখ নাই †। যাহা হউক মনুর

* শৌরীবকং মাহেথ্যঞ্চ বশেচক্রে মহাদ্যুতিঃ।
আক্রোশঞ্চৈব রাজর্ষিং তেন যুদ্ধমভূন্মহৎ॥
তান্ দশার্ণান্ স জিত্বা চ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তান্ অম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্প টান্।
তথা মধ্যমকেয়াংশ্চ বাটধানান্ দ্বিজানম্॥
পুন পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্য বাসিনম্।
মহাভারত সভাপর্ব্ব দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়।

† অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপা পল্লবৈঃসহ।
বশাতয়শ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রকমালবৈঃ॥
দ্যূতপর্ব্বাধ্যায় ৫১ শ্লোক মহারত সভাপর্ব্ব।

মত বিরুদ্ধে "অম্বষ্ঠ" এবং "ক্ষত্রিয়" শব্দ এক জাতির নামান্তররূপে ব্যবহার থাকা কতদূর সম্ভব বলিতে পারি না। মহাভারতে এরূপ ব্যবহার থাকিলে অভিধানেও অম্বষ্ঠ অর্থে ক্ষত্রিয় জাতি উল্লেখ থাকিত।

পানিনি ব্যাকরণের * ৪।১।১৭১ সূত্রে এই "বৃদ্ধেৎ কোসলাজাদাঞ্ঞ্যঙ।" পতঞ্জলি অপত্যর্থে ঞ্যঙ্ প্রত্যয়ের উদাহরণ স্থলে অম্বষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভাষ্যে অম্বষ্ঠ শব্দের এতদ্ভিন্ন আর কোন প্রসঙ্গ নাথাকা হেতু, আমরা ভট্টোজিদীক্ষিতপ্রণীত সিদ্ধান্ত কৌমুদী এবং কৈয়ট টীকা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কোথাও অম্বষ্ঠ শব্দ অর্থে ক্ষত্রিয় জাতি অথবা অম্বষ্ঠ নামে দেশ প্রাপ্ত হইলাম না †। অম্বষ্ঠ শব্দ কোন পুস্তকে লিখিত থাকিলেই যে উক্ত শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয় লেখা আছে, স্থির করা উচিত নহে। রাজেন্দ্রবাবু বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে যে প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বোধ

---

* এই পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

† বৃদ্ধেৎ কোসলাজাদাঞ্ঞ্যঙ্।

পাণিনি ৪।১।১৭১

অনঃ ঞ্যঙ্ণ্য ইঙ্ ইত্যেতে ভবন্তি বিপ্রতিষেধেন।
অণোঽবকাশঃ। আঙ্গঃ বাঙ্গঃ। ঞ্যঙোইবকাশঃ। অম্বষ্ঠঃ।
শৌবীর্য্য। .... ইঞোঽবকাশঃ
আজমাড়িঃ। পাণিনি মহাভাষ্য।

যুবরাজ "আলবার্ট এডোয়ার্ড প্রদত্ত, এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক ১২২৫ পৃষ্ঠা।

পাণিনি ৪।১।১৭১ সূত্রের উদাহরণে ভট্টজি দীক্ষিত নিম্ন লিখিত উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। " বৃদ্ধাৎ। আম্বষ্ঠ্যঃ সৌবীর্য্যঃ। ইৎ। আবন্ত্যঃ। কৌসল্যঃ অজাদস্যাত্যপ্যম্ আজাদ্যঃ। "

সিদ্ধান্ত কৌমুদী।

হয় পাণিনির ৪।১।১৭১ সূত্র উল্লেখেও তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকিবেন।

প্রাচীনকালে অম্বষ্ঠ নামে এক দেশ নর্ম্মদানদীর সান্নিধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অম্বষ্ঠাদি দেশে নানা বর্ণেরই বাস ছিল; এবং তাহারা স্বীয় বর্ণানুসারে অম্বষ্ঠা ব্রহ্মণাঃ, অম্বষ্ঠ-ক্ষত্রিয়াঃ, বা অম্বষ্ঠা-শূদ্রাঃ বলিয়া অভিহিত হইত। পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেশভেদে গৌড়ীয়, সারস্বত, মাথুর প্রভৃতি বিভাগ আছে। বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য, ও কায়স্থগণ মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আছে। ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয় পরিচয় স্থলে গৌড় বা সারস্বত ব্রাহ্মণ, এবং বঙ্গদেশবাসী হইলে, রাঢ়ী অথবা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, উল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তদ্রূপ অম্বষ্ঠদেশ-বাসিগণ পরিচয় প্রদানকালে কেবল "অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ" অথবা "অম্বষ্ঠক্ষত্রিয়" না বলিয়া, কেবল "অম্বষ্ঠ" বলিলে তাহা-দিগের বর্ণের নিরাকরণ হইতে পারে না। যদি বঙ্গদেশবাসী কেহ আপনাকে রাঢ়ীয় অথবা বারেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করেন, তবে তিনি রাঢ় অথবা বারেন্দ্রদেশবাসী জানিতে পারিলাম। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কি শূদ্র কিছুই জানিতে পারা গেল না। তদ্রূপ "অম্বষ্ঠ" বলিলে অম্বষ্ঠদেশবাসী বুঝাইবে, অথবা অম্বষ্ঠ জাতি নির্দ্দেশ হইবে।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা গেল, তাহা হইতে তিনটী স্থাপনার উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

১ম। অম্বষ্ঠ শব্দ জাতিবাচকার্থে নিরন্তর বৈশ্যাগর্ভ-সমুৎপন্ন বৈদ্যজাতি বুঝাইবে।

২য়। অম্বষ্ঠ নামে এক প্রদেশ ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, তদ্দেশবাসিদিগকে অম্বষ্ঠ কহিত

৩য়। অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় একার্থ প্রতিপাদক শব্দ নহে, ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে অম্বষ্ঠ শব্দের ব্যবহার কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত কোন অভিধানেই অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় এক জাতিবাচক উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ বলিলে যেরূপ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি বুঝায় না, তদ্রূপ অম্বষ্ঠ বলিলে অম্বষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন জাতি বুঝায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, আদিশূর অথবা সেনবংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে জনপ্রবাদ ভ্রমপূর্ণ সম্ভব কি না? আদিশূর বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে, তদীয় প্রজাপুঞ্জের সকলেই তাঁহার আভিজাত্য এবং জাতিপরিচয় জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি আদিশূর আপনাকে ক্ষত্রিয়জাতি উল্লেখ করিতেন, তবে তাহার জাতি সম্বন্ধে কিম্বদন্তীও তদনুযায়ী হইত। ক্ষত্রিয়জাতি স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে কেহই অম্বষ্ঠ বলিতে সাহসী হইত না।

আদিশূর ও সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে অম্বষ্ঠদেশবাসী ইহার কোন প্রমাণ কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি রাজেন্দ্রবাবুর অনুমানই যেন স্বীকার করিলাম। আদিশূর বঙ্গদেশ বিজয়ের পর নিজের জাতি নির্দ্দেশ না করিয়া, কেবল অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে অম্বষ্ঠ (অর্থাৎ বৈদ্যজাতীয়) নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু যাঁহারা বিষ্ণুপুরাণ পাঠদ্বারা, অথবা অন্যান্য প্রকারে অম্বষ্ঠ নামে প্রদেশ

বিদ্যমান থাকা অবগত ছিলেন, তাঁহারা এই পরিচয়ে কথনই সন্তুষ্ট হন নাই। আদিশূর অম্বষ্ঠদেশবাসী এই মাত্র তাঁহাদিগের জ্ঞান হইল, তিনি কোন জাতি, সন্দেহ রহিয়া গেল। আদিশূর বঙ্গবিজয়ের কতিপয় বৎসর পরেই কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক এক মহা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, এই যজ্ঞ উপলক্ষে তাঁহার গোত্র ও জাতির অবশ্যই পরিচয় হইয়াছিল, সুতরাং কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদিগের সন্তানগণ মধ্যে আদিশূরের জাতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ অথবা ভ্রম হইতে পারে নাই। তবে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, দেশীয় অন্যান্য লোক তৎকালে আদিশূর কোন জাতি ছিলেন না জানিলেও জানিতে পারেন; কিন্তু আদিশূরের রাজ্যারম্ভ অবধি তাঁহার বংশে একাদশ জন এবং সেনবংশীয় নয় জন ভূপাল বঙ্গদেশে প্রায় সাত আট শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদিগের স্ব জাতীয় বহুতর ব্যক্তিও বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব এই সকল রাজাদিগের এবং তাঁহাদিগের আত্মীয়দিগের প্রত্যেকের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে, এবং অশৌচ গ্রহণে তাহাদিগের জাতি জনসাধারণে জানিতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি এবং মন্দিরসংস্থাপনাদি কার্য্যে, দেশীয় ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত ও দান গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতেও দেশমধ্যে সকলের এই নৃপতিবংশের জাতিসম্বন্ধে যে কোন প্রকার ভ্রমই প্রথমে থাকুক না, পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে ও নিঃসন্দেহরূপে নিরাকরণ হইয়াছে, আদিশূর কেবল অম্বষ্ঠ পরিচয় দিলেও তিনি ক্ষত্রিয় কি অম্বষ্ঠ সকলে অবগত হইয়াছে এবং কিম্বদন্তীও তদনুসারে প্রবল হইয়া আসিতেছে।

আদিশূর স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইলে কখনই আপনাকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেন না। উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি তদপেক্ষা নীচ হইতে ইচ্ছা করে না। এবং ইহারা ক্ষত্রিয় সত্ত্বে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া জনসমাজে প্রথমে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকিলে, আদিশূর কি তাহার অধস্তন পুরুষগণ অবশ্যই স্বীয় জাতি মহত্ত্ব অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত ভ্রমাত্মক জনরব উন্মূলন করিবার চেষ্টা করিতেন, এবং চেষ্টা করিলে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিতেন। ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের জাতি-সম্বন্ধে পুনরায় এবম্বিধ ভ্রমের আশঙ্কা স্বভাবতঃই উদয় হইত, তন্নিমিত্ত নানাস্থানে জাতির পরিচয় যাহাতে স্থিরতর থাকে তাহার বিধান করিতেন। কিন্তু যে সকল প্রস্তরাঙ্কিত ও তাম্র-ফলক-ঘটিত লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহার কোনটীতেই আপনাদিগের জাতির বিষয় উল্লেখ করিয়া যান নাই, ইহাতেই বোধ হয় যে আদিশূর ও সেনবংশীয় নৃপতি-দিগের সময়ে তাহাদিগের জাতি লইয়া কোন গোল হয় নাই। সেনবংশীয়দিগের হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্য মুসলমানদিগের অধী-নতা স্বীকার করে, প্রচলিত কুলজি গ্রন্থ সকল তৎপূর্ব্ব সময় হইতেই প্রচলিত ছিল, এই সকল কুলজি গ্রন্থে একবাক্যে আদিশূর ও বল্লাল অম্বষ্ঠ জাতি অথবা বৈদ্যজাতি স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশিত আছে, কিম্বদন্তীর সহিত কুলজিগ্রন্থোল্লিখিতের কোন প্রকার বৈষম্য নাই, এবং রাজসাহীর প্রস্তর ফলক এবং বাখরগঞ্জের তাম্রফলকাঙ্কিত শ্লোকেও ইহারা ক্ষত্রিয় জাতি উল্লেখ নাই। অতএব আদিশূর এবং বল্লাল সম্বন্ধে কিম্বদন্তী কোন প্রকারেই ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না।

সেনবংশীয় ভূপালদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র লাল মিত্র বাহাদুর যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, একে একে তৎসমুদায়ের যথাসাধ্য সমালোচনা করিয়াছি। ঐ সকল প্রমাণবলে আদিশূর এবং সেনবংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব কতদূর সংস্থাপন হইতে পারে, সহজেই উপলব্ধি হইবে। পক্ষান্তরে আদিশূর ও সেনবংশীয় ভূপতিগণ যে বৈদ্য জাতি হইতে উৎপন্ন এবং ক্ষত্রিয় নহেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রমাণ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে ;

১ম। কুলপঞ্জিকা লেখকগণ একবাক্যে সেনবংশীয় নৃপতিদিগকে বৈদ্য অথবা অম্বষ্ঠ জাতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কুলপঞ্জিকা হইতে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই কুলাচার্য্যগণের মত পরিজ্ঞাত হইবে। অতএব ঐ সকল প্রমাণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কুলপঞ্জিকা-লেখক দিগের মত প্রামাণ্য কিনা ? এ প্রশ্নের বিচার সময়ে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, কুলপঞ্জিকা সকল আধুনিক গ্রন্থ, এবং সেনবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্ব অবসানে তাহাদিগের সকল প্রকার চিহ্ন এবং ইতিহাসের বিলোপ হেতু, গ্রন্থকারগণ সেনবংশীয়দিগের জাতি নিশ্চয় করিতে পারেন নাই; অনুমান দ্বারা, অথবা তৎকালের সাধারণ ভ্রমে পতিত হইয়া, অম্বষ্ঠ জাতি লিখিয়াছেন ; অতএব কুলপঞ্জিকার মত প্রামাণ্য নহে। এবম্বিধ তর্কের মূল কিছুই নাই, কুলপঞ্জিকা মাত্রেই আধুনিক

গ্রন্থ নহে, বরং কতিপয় কুলপঞ্জিকা যে অতি প্রাচীন তৎসম্বন্ধে দ্বৈধ মত নাই। বারেন্দ্র-শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকা অতি প্রাচীন কাল হইতেই লিখিত হইয়া আসিতেছে, বৈদ্যদিগের কুলপঞ্জিকাও তদ্রূপ। দেবীবর কৃত কুলজিগ্রন্থ কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয়ই নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, দেবীবর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দেবীবর কৃত গ্রন্থ উক্ত সময়ে লিখিত হইলেও পুরাতন কুলজিগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অন্যথা চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলী, এবং সমগ্র ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধাদি কিপ্রকারে নিশ্চিত রূপে লিখিত হইতে পারে।

সমগ্র কুলজিগ্রন্থ আধুনিক হইলে, এবং কুলাচার্য্যগণ নিশ্চয়রূপে সেনবংশীয়দিগের জাতি অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া থাকিলে, তাঁহারা আদিশূর ও বল্লালাদির বর্ণনা সময়ে তাহাদিগের প্রতি "অম্বষ্ঠ-কুল-নন্দনঃ," "বৈদ্যকুলোদ্ভূতঃ" প্রভৃতি বিশেষণ কদাচই প্রয়োগ করিতেন না। যদি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতেন, তবে আদিশূরকে, ব্রাহ্মণ বলিলেও তৎকালে কাহারও কোন আপত্তি হইত না। স্বজাতি-প্রিয়তা অথবা স্বজাতি-গৌরব সংবর্দ্ধণার্থে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত অবাধে লিখিয়া যাইতে পারিতেন। সেনবংশ ধ্বংশ হওয়ার পর বঙ্গদেশে রাজা রাজবল্লভের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্য জাতির মধ্যে প্রভূত ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অতএব কোন বৈদ্য প্রধান

ব্যক্তির প্ররোচনায়, অথবা ষড়যন্ত্রে, অথবা অন্য কোন কারণ নিবন্ধন, সেনবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় কি অন্য কোন জাতি হইতে উদ্ভূত সত্ত্বে, স্পষ্টাক্ষরে বৈদ্য কুলোৎপন্ন বর্ণিত হওয়ার সম্ভব নাই। কুলঞ্জিগ্রন্থকারগণ নিরপেক্ষতা-গুণে চিরপ্রসিদ্ধ, অনেকে অম্লান চিত্তে স্বীয় বংশেরও দোষ সমূহ স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্য কুলজিকার কবিকণ্ঠহার, অপক্ষপাতিত্ব হেতু কুঠার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আদি কুলজি লেখকগণ সকলেই মহাপণ্ডিত এবং সমাজে সমধিক সম্মানশালী ছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চয় করিয়া লেখার তাঁহাদিগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বল্লাল কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াই, কুল বর্ণনার নিমিত্ত ঘটক সম্প্রদায়ের সৃজন করেন। ঘটকেরা বল্লালের সময় হইতেই কুলজি লিখনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অতএব কুলপঞ্জিকার প্রথমারম্ভ কখনই আধুনিক নহে, এবং কুলপঞ্জিকাতে, কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তাঁহাদিগের অধঃস্তন সন্তান সন্ততীগণের নাম, সম্বন্ধাদি, কৌলীন্য সম্মানের তারতম্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিখিত আছে, অথচ পঞ্চব্রাহ্মণের আনয়িতা আদিশূর এবং কৌলীন্য মর্য্যাদার স্থাপন কর্ত্তা বল্লাল কোন জাতি, এই স্থূল বিষয়টীতে ভুল হইয়াছে, কদাচ সম্ভবপর হইতে পারেনা।

২য়। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় জাতির বহুল পরিমাণে অধিবাস নাই। স্থান বিশেষে যাহারা বিরল ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন। সেনবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় হইলে

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে ক্ষত্রিয়ের বাস থাকিত। এবং স্বজাতীয় ভূপালদিগের সিংহাসনাধিষ্ঠান হেতু, ঐ সময়ে বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয়দিগের সবিশেষ উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয় দিগের বিগত গৌরবের কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, অথবা কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব সেনবংশীয়েরা কদাচই ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় না। যদি এরূপ তর্ক উপস্থিত করা হয়, যে আদিশূর ও বল্লাল ক্ষত্রিয় হইলেই যে অদ্য পর্য্যন্ত বহু ক্ষত্রিয়ের বাস বঙ্গদেশে থাকিবে তাহার নিশ্চয় কি? কোন বিশেষ কারণ বশতঃ হয়ত বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় জাতির বিলোপ হইয়াছে, অথবা ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে বহুল পরিমাণে বাস করেন নাই। কিন্তু ইতিহাস কিম্বদন্তী প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয় জাতির হঠাৎ বঙ্গদেশ হইতে বিলোপ অথবা অথবা উপনিবাস স্থাপনের কোন উল্লেখ নাই; আদিশূর বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ইংরেজ অথবা ফরাসিস দিগের ন্যায় বিজেতা ছিলেন না। তিনি বঙ্গদেশ হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া ভিন্ন দেশে যাইয়া উপভোগ করিতেন না। আত্মীয় ও স্বজাতীয় বর্গের সহিত বঙ্গদেশেই কালাতিপাত করিতেন। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব পঞ্চশতবর্ষ মাত্র ব্যাপী হইয়াছিল, এই কাল মধ্যেই অসঙ্খ্য আফগান্ মোগল, এবং পারসিকগণ এদেশে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। সেনবংশীয় ভূপালগণ চারি পাঁচশত বৎসর বঙ্গদেশের অধীশ্বর থাকিয়াও কি দশ সহস্র ক্ষত্রিয় এদেশে আনয়ণ করিতে পারেন নাই!! ফলতঃ সেন-

বংশীয় ভূপালগণ ক্ষত্রিয় হইলে বঙ্গদেশে বহু ক্ষত্রিয়ের বাস থাকিত।

বঙ্গদেশস্থ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং কায়স্থ-দিগের ন্যায় কৌলীন্য প্রথার প্রচলন নাই। বল্লালের সময়ে ইহারা অনেকে বঙ্গদেশে বিদ্যমান থাকিলে বল্লাল নিশ্চয়ই, ইহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার কুলীন অকুলীন বিভাগ করিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বল্লালিমতে কৌলীন্য প্রথা না থাকাতে নিশ্চয়ই অনুমিত হইতে পারে যে বল্লালের সহিত ক্ষত্রিয় জাতির কোন সম্পর্ক ছিল না।

পক্ষান্তরে সেনবংশীয় নৃপতি দিগের সময়েই বৈদ্য জাতির সমধিক উন্নতি দৃষ্ট হয়। যে সকল বৈদ্য মহাত্মারা অলঙ্কার, কাব্য, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতিতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা-দিগের অনেকেই উক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বৈদ্যগণ সমাজে ও তৎসময় হইতে সমধিক সম্মানশালী হইয়া উঠেন। আদিশূব এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণ অম্বষ্ঠ কুলো-দ্ভূত না হইলে কখনই বৈদ্যদিগের তাদৃশ উন্নতি হইত না।

৩য়। আদিশূরের যজ্ঞ সমাধান করিয়া পঞ্চ বাহ্মণ কান্য-কুব্জে প্রত্যাগত হইলে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন "তোমরা মগধ পথে গৌড় রাজ্যে গমন করিয়াছ, এবং অযা-জ্য যাজন করিয়াছ, অতএব যদি আমাদিগের সহিত পঁক্তি-ভোজন ইচ্ছা কর তবে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর"। প্রায়শ্চিত্য ভিন্ন কেহই তাহাদিগকে পুনরায় সমাজে প্রবেশ করিতে দিলেননা। এ প্রকার অপমানিত হইয়া তাহাদিগকে

স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নদেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইল। ক্ষত্রিয় জাতির দান গ্রহণ এবং যজন কার্য্য ব্রাহ্মণের প্রশস্ত, দ্বিজাতির দানগ্রহণে ব্রাহ্মণের পাপ স্পর্শিতে পারেনা। যদি আদিশূর যথার্থই ক্ষত্রিয় জাতি হইবেন, তবে ব্রাহ্মণগন অযাজ্য যাজন হেতুবাদে, সমাজচ্যুত হইবেন কেন। কেবল মাত্র মগধ পথে গমন করাই তাঁহাদিগের পাপস্পর্শের কারণ উল্লেখ হইত*। যদি কেহ তর্ক করেন, অম্বষ্ঠ জাতি দ্বিজাতি মধ্যে গণনীয়, এবং দ্বিজাতির দানগ্রহণে ব্রাহ্মণের পতিত্ব হওয়ার শাস্ত্রে বিধান নাই, অতএব আদিশূর অম্বষ্ঠ জাতীয় হইলে তাঁহার যজ্ঞ করাতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন কেন। এবম্বিধ তর্কের মিমাংসা কষ্ট-সাধ্য নহে; পুরাকালে একজাতি অন্যজাতির বৃত্তি অবলম্বন করিলেই পতিত হইত। রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধকার্য্যে একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতির অধিকার ছিল। অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসাবৃত্তি। ইহাদিগের রাজকার্য্য করার বিধান নাই। সুতরাং আদিশূর স্বজাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করাতে পতিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার যজন কার্য্যদ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন বিচিত্র কি।

যদি কেহ আপত্তি করেন যে ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণদ্বারা পতিত হওয়াতে আদিশূরকে কায়স্থ জাতীয় অনুমান করা যাইতে পারে। যদি আদিশূর কায়স্থ হইতেন, তবে সৎ-

---

* শাস্ত্রে তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন কারণে মগধ প্রভৃতি দেশে গমন করা নিসিদ্ধ।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ, দ্রাবিড় মগধস্তথা।
তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছেৎ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥

ব্রাহ্মণগণ তদবধিই কায়স্থ দিগের দান গ্রহণ এবং ইহাদিগের বাটীতে ভোজন করিয়া আসিতেন। কিন্তু যদিও সময়ের পরিবর্ত্তনে এক্ষণে অনেকে কায়স্থ জাতির দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি ত্রিংশৎবর্ষপূর্ব্বে সৎব্রাহ্মণগণ কখনই কায়স্থ জাতির অথবা অন্যান্য করণ ও শূদ্রজাতির বাটীতে ভোজন অথবা দান গ্রহণ করিতেন না। পঞ্চব্রাহ্মণের কান্যকুব্জস্থ ব্রাহ্মণদিগকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যানই সেনবংশীয় দিগের ক্ষত্রিয় জাতিত্বের প্রবলতম বিরুদ্ধ প্রমাণ।

৪র্থ। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের প্রতি সমাজেই কৌলীন্য মর্য্যাদা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইত, কোন ব্যক্তির নিকট পরিচয় দিতে হইলে কুলকার্য্যাদির উল্লেখ করা হইত, অকুলীনগণ কুলীন বরে কন্যা সমপ্রদান করিতে পারিলে সমাজে গৌরব ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। কুলীনগণ স্বীয় স্বীয় বংশ মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিতেন, অপসম্বন্ধ ও অকুলীনের সহিত পঁক্তি-ভোজনে তাহাদিগের গৌরবের হানি হইত *। যদিও এক্ষণে কৌলীন্য প্রথার আর পূর্ব্ববৎ প্রচলন নাই, তথাপি হিন্দু সমাজে থাকিয়া কেহই বল্লালের

---

* বরং প্রাণপ্রদাতব্যা বরং ত্যাজ্যা সুতাদয়ঃ।
বরং সহ্যং মহৎ কষ্টং নকুর্য্যাত কুলদূষণং॥
যস্মাৎ কুলপ্রকাশার্থং প্রৈত্যজন্ত্যাত্মজামপি।
বিশুদ্ধং হিকুলং পুংসাং পরত্রেহচ শর্ম্মণে॥
কুলং ত্যক্ত্বা ধনং গ্রাহ্য মিতিমূঢ় ধিয়াংমতঃ।
কুলংকল্পান্তরস্থায়ি ধনমাত্তাবিনশ্বরং॥
কবিকণ্ঠহার প্রণীত কুলপঞ্জিকা।

শাসন হইতে একবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে কুলাকুলের বিচার বিশেষ না থাকিলেও প্রতি ব্যক্তির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে বর ও কন্যাপক্ষ পরস্পরের বংশ মর্য্যাদার অনুসন্ধান লইয়া থাকেন। অতএব বল্লালের সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রতি বিবাহে, প্রতি পুত্রের ও প্রতি কন্যার বিবাহে, আত্মীয়ের প্রতি পুত্র ও কন্যার বিবাহে, কুল লইয়া আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অধিকাংশ বিবাহিত কি অবিবাহিত ব্যক্তির জীবনে চারি পাঁচবার কৌলীন্য মর্য্যাদার বিষয় আলোচনা করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। এবং সেই সঙ্গে বল্লালের জাতি তাহাদিগের মনে পড়িয়া আসিতেছে। এই প্রকার বল্লালের সময়াবধি বঙ্গবাসী এক কোটী হিন্দুর সমস্ত জীবনে দ্বাদশ কোটীবার আলোচনা করিয়া যে বিষয় একবাক্যে পুরুষানুক্রমে বলিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করা সঙ্গত হইতে পারে না। দ্বাদশ কোটী লোকের সাক্ষ্য, অনুমান ও সামান্য প্রমাণে খণ্ডিত হইতে পারে না।

৫ম। বল্লাল পদ্মিনী নামে নিচজাতীয়া এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত বৈদ্যগণ তাহার সহিত আহার ও সামাজিকতা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কেহ কেহ রাজার প্রসাদ লালসায়, এবং কেহ কেহ, অর্থলোভে তাঁহার সহিত পান ভোজনাদি করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য সমাজের অন্যান্য বৈদ্যগণ তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে এইসকল বৈদ্য বংশীয়েরা কুলীন শ্রেণী

হইতে অবনমিত হইয়া সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন †।
যদি বল্লালসেন যথার্থই বৈদ্য না হইবেন তবে তাহার সহিত অন্যান্য বৈদ্যদিগের একপঁক্তি ভোজন প্রভৃতি সামাজিকতা বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা কি? এবং বল্লাল নিকৃষ্ট সম্বন্ধ করিলে বৈদ্যগণই বা তাহার সহিত পান ভোজন হেতু অবনমিত হইবেন কেন?

৬ষ্ঠ। লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রশাসনে সেনবংশ বর্ণনে তৃতীয় শ্লোকে লিখিত আছে, "ঔষধনাথবংশে, শত্রুদিগের তেজরূপ বিষজ্বর বিনাশকারী নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" অনেকে "ঔষধনাথ" অর্থ চন্দ্র স্থির করিয়া

---

† স্থানদোষাদ্রাজদোষাত্তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশ ভবা যেযে সাধ্যভাবমুপাগতাঃ।
তথা কষ্টত্বমাপন্না স্তানথ প্রতিচক্ষ্মহে।
গুপ্তবংশমহৎ বুভাবপ্যাবিকারিণৌ।
তথৌভ্রাতরঃসপ্ত ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ।
গাইসেনঅঙ্কুসেনশ্চভূসেনো মীন সেনকঃ।
স্বর্ণপীটশ্চ পঞ্চেতে শক্তৃগোত্র সমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যাত্ম দোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ।
এষাং সংপ্রতি পতিশ্চ নৈব কুত্রাপি দৃশ্যতে।
শক্তৃগোত্রোদ্ভবারা দণ্ড পাণিঃ শক্তৃধরাত্মজ।
পিতুঃ শবাপবসাদেব সাধ্য ভাবমুপাগতঃ।
রাজ্য লোভেন কমলো ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
রাজছত্র মুপাদায় কুলীনোঽভবৎ কিল।

কবিকণ্ঠহার প্রণীত কুলপঞ্জিকা।

সেনবংশীয়দিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সিদ্ধান্ত করেন। এবং উপরোক্ত শ্লোক প্রমাণরূপে উল্লেখ করেন। কিন্তু চন্দ্রের একনাম "ওষধিনাথ," "ঔষধনাথ" নহে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "ওষধিঃ (অর্থ) ফলপাকান্ত বৃক্ষাদিঃ। কদলি-ধান্যমিত্যাদিঃ" লিখিত আছে,* এবং "ওষধীপতি" অর্থ "চন্দ্র" লেখা আছে। ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি চন্দ্রকিরণে বর্দ্ধিত হয় হেতু, চন্দ্র, "ওষধিনাথ" বা "ওষধীশ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। "ঔষধ" অর্থ রোগনাশক দ্রব্যাদি, এবং রোগনাশক দ্রব্যাদির অধিপতি, ঔষধ জ্ঞান বিশিষ্ট চিকিৎসক অথবা বৈদ্যকেই বুঝায়। "অতএব ঔষধনাথ বংশ" অর্থ বৈদ্যবংশ, চন্দ্রবংশ নহে। সেনবংশীয়েরা যখন লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রশাসনে স্পষ্টাভিধানে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তখন তাহারা ক্ষত্রিয় অথবা অন্য কোন জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না।

যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করা গেল তাহাতে আদিশূর এবং সেনবংশীয়েরা যে বৈদ্য জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি-লেন,এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন না, সংস্থাপন হইতেছে। রাজসাহীর প্রস্তর ফলক এবং কেসবসেন প্রদত্ত তাম্রশাসন দ্বারা তাহা-দিগের জাতি বিনির্ণয় হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব কুলজিগ্রন্থের প্রমানের এবং বংশ পরম্পরাগত কিম্বদন্তীর ভ্রম স্পষ্টাভিধানে সংস্থাপন করিতে

* শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ঔষধ এবং ওষধি শব্দ দেখুন।

পারে, এরূপ প্রবল এবং অকাট্য প্রমাণ যে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত না হইবে, তৎসময় পর্য্যন্ত সেনবংশীয় দিগের জাতি সম্বন্ধে ভিন্ন মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আবুল ফজেল কৃত "আইন আক্‌বরিতে" আদিশূরবংশীয়, পাল বংশীয়, এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণ "কয়থজাতীয়"বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় "কয়থ"কায়স্থ শব্দের অপভ্রংস হইবে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর অনুমান করেন,আবুল ফজেল অম্বষ্ঠ জাতিকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ জ্ঞান করিয়া ভ্রমবশতঃ সেনবংশীয় রাজাদিগের কায়স্থ জাতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদিগের ও ঐ মত। আবুল ফজলের সময়ে দিল্লীঅঞ্চলে অম্বষ্ঠ জাতির বাস ছিল না, এজন্য তিনি অম্বষ্ঠ, এবং অম্বষ্ঠ কায়স্থ যে দুই স্বতন্ত্র জাতি, নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যে সকল প্রস্তর ফলক এবং তাম্র শাসনের প্রমাণ বলে আদিশূর এবং সেনবংশীয়দিগের জাতিসম্বন্ধে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে উহা আবুল ফজেলের সময়ে কাহারও বিদিত ছিল না; এবং অন্য কোথায় ও সেনবংশীয় নৃপতিদিগের কায়স্থ জাতীয় বলিয়া উল্লেখ নাই। সুতরাং আইন আকবরিতে আদিশূর ও বল্লাল প্রভৃতির কয়থ জাতি উল্লেখ ভ্রম পূর্ণ সন্দেহ নাই।

রাজসাহীর প্রস্তর ফলক এবং বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনের লিখিত বিবরণ আলোচনা করিলে একটী প্রশ্ন সহজেই অন্তঃকরণে উদয় হয় যে,সেনবংশায়েরা উক্ত বিবরণে স্বীয় স্বীয় বংশ পরিচয় সবিস্তাররূপে প্রদান করিয়াও তাহাদিগের

জাতির স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই কেন? পূর্ব্বকালে নামের সহিত জাতিবাচক শব্দ ব্যবহার প্রথা সাধারণতঃ প্রচার ছিল না। প্রাচীন কবি অথবা রাজাদিগের নামের শেষে জাতির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কালিদাস, ভবভূতি, ভট্টনারায়ণ, দশরথ দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, চন্দ্রগুপ্ত, পৃথুরায়, জয়চন্দ্র প্রভৃতি নামের শেষে জাতিবাচক কোন শব্দ নাই। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সকল তাম্রশাসন, পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় ভিন্ন, অধিকাংশেই নামের শেষে জাতিবাচক শব্দের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষণেও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বঙ্গ দেশের ন্যায় প্রতি নামের শেষে, শর্ম্মণ, গুপ্ত, দাস প্রভৃতি শব্দ যোজনা, প্রচলিত নাই। অতএব উল্লিখিত কারণ বশতঃ প্রস্তরফলকে ও তাম্রশাসনে সেনবংশীয় নৃপতিগণের নামের শেষে জাতিবাচক উপাধি ব্যবহার করা হয় নাই।

পক্ষান্তরে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেনবংশীয় নৃপতিগণের অম্বষ্ঠ জাতি হেতু, তাঁহারা তদানিন্তন ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের তুল্য সমাদৃত হইতে পারিতেন না। এজন্য তাহারাও ক্ষত্রিয় বলিয়া লোক সমাজে প্রকাশিত হওয়ার চেষ্টা করিতেন *। কবিগণ তাহাদিগের এই অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এরূপ ভাবে বংশ বর্ণনাদি করিতেন যে, ক্ষত্রিয় না হইলেও ভঙ্গিতে তাহাদিগের

---

* এক্ষণে বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হওয়ায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় হইতে পারিত। এই অনুমান কতদূর গ্রহণীয়, তাহা রাজসাহীর প্রস্তর ফলকাঙ্কিত শ্লোক এবং কেশবসেন প্রদত্ত তাম্র শাসনের শ্লোক পাঠ করিলেই স্থির হইতে পারে। সেনবংশীয়দিগের চন্দ্র হইতে উৎপত্তির বিষয় রূপক ও বাগারম্বরের সহিত লেখা হইয়াছে, অথচ ক্ষত্রিয় জাতির স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া, "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরোদাম" মাত্র বলা হইয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় সেনবংশীয়েরা ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উৎপন্ন নহেন।*

বৈদ্য সমাজে চন্দ্র উপাধিধারী কতিপয় বংশ বিদ্যমান আছে, ইহারা অকুলীন এবং কষ্ট ভাবাপন্ন, (অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণী ভুক্ত)। "চন্দ" শব্দ "চন্দ্র" শব্দের অপভ্রংস মাত্র।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে চন্দ্রের বৈশ্যজাতি, এবং কোন গ্রন্থে চন্দ্র বৈশ্য জাতির অধিপতি নির্দ্দেশ আছে। চন্দ্রবংশ অর্থ প্রকারান্তরে বৈশ্যবংশ অনুমান করা যাইতে পারে। অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যা হইতে উৎপন্ন, এজন্য কোন অম্বষ্ঠকে বৈশ্য-বংশ হইতে উৎপন্ন বলা অসঙ্গত হইতে পারে না। পুরাকালে মাতৃ-কুলের পরিচয়ে পরিচয় প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। অতএব সেনবংশীয়দিগকে চন্দ্রবংশ বলিলেও তাহাদিগের অম্বষ্ঠজাতি স্থিরতর থাকে। এই টীকায় যাহা লেখা হইল তাহা অনুমান মাত্র।

বিপ্রাদিত শুক্রগুরু কুজার্কৌ
শশী বুধশ্চেত্যাসিতোন্তরাণাং।
চন্দ্রার্ক জীবাজ্ঞ সিতৌ কুজার্কৌ
যথাক্রমং সত্বরজস্তমাংসি॥

বরাহ মিহীর প্রণীত বৃতৎজাতক গ্রন্থ। ২১ পত্র,
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুস্তক।

বোধ হয় চন্দ্র উপাধিধারী বৈদ্যগণ চন্দ্রবংশ হইতে উৎপন্ন, এবং তন্নিমিত্তই তাহাদিগের চন্দ অথবা চন্দ্র উপাধি হইয়াছে। কথিত আছে, বল্লাল নিজেও উৎকৃষ্ট বৈদ্য ছিলেন না। কুলজি গ্রন্থে অকুলীন বৈদ্যদিগের সবিস্তার রূপে বংশ বর্ণন প্রথা নাই। এজন্য বল্লালেরও বংশকীর্ত্তন বিশেষরূপে বৈদ্য কুলজি গ্রন্থ সমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক সেন-বংশীয় নৃপতিগণ চন্দ উপাধিধারী বৈদ্যদিগের গোষ্ঠিভূক্ত ছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

পরিশিষ্ট।

রাজসাহীর প্রস্তরফলক।

রাজসাহীর প্রস্তরফলক গোদাগারী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামের সন্নিকটে বারিন* নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেট্‌কাফ্ সাহেব, দেশীয় কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে, এই প্রস্তরাঙ্কিতশ্লোকের পাঠোদ্ধার করেন। শ্লোক-গুলি প্রাচীন তিরুটে অক্ষরে লিখিত। বর্ত্তমান প্রচলিত অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, প্রথমে এক স্বতন্ত্র অক্ষর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত এই অক্ষরগুলির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। প্রস্তরফলকের লেখা অতিশয় অস্পষ্ট, আমরা এসিয়াটিক্ সোসাইটির চিত্রশালি-কায় ঐ প্রস্তরফলক নিরীক্ষণ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মেট্‌কাফ্ সাহেব তাহার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ঐ পাঠই যে অভ্রান্ত হইয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই।

এই প্রস্তরফলক যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, ঐ স্থান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মেট্‌কাফ্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, " এই প্রস্তরফলক যে জলাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ঐ জলাশয় গৌড় হইতে ৪০ মাইল দূর, কিন্তু এই স্থান যে নদীর পারে, ঐ নদী ৬ মাইল দক্ষিণে রামপুর বোয়ালিয়ার নিম্নে প্রবাহিত

---

* সাধারণ্যে এই গ্রাম বরিন্দা নামে প্রসিদ্ধ।

পদ্মানদীর পুরাতন খাত। এই স্থানে যে কোন মন্দির স্থাপিত ছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, এবং প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক মন্দিরস্থাপয়িতার যশো বর্ণনা।

ঐ জলাশয়ের মধ্যে আরও দুই খানি বৃহৎ প্রস্তর আছে, পূর্ব্বে ঐ প্রস্তর জলের উপর বিদ্যমান ছিল এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়াছে। অঙ্কিত প্রস্তরফলক ইহারই নিকটে এক জঙ্গল মধ্যে অন্যান্য কতিপয় প্রস্তরফলক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই স্থানে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ বর্ত্তমান আছে। উহা সম্পূর্ণই প্রস্তরনির্ম্মিত এবং সাড়ে ছয় শত বৎসর গত হইল প্রস্তুত হইয়াছে।"

উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্টই বোধ হয় যে এই স্থানে কোন বৃহৎ নগর বিদ্যমান ছিলনা। কেবল এক শিবমন্দির ও অন্যান্য কতিপয় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। মুসলমানেরা গৌড় রাজ্য পরাজয়ের অব্যবহিত পরে, মন্দির ভগ্ন করিয়া প্রস্তর দ্বারায় এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে। ফলতঃ এই স্থানে পুরাতন কোন নগর থাকিলে অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ থাকিত।

প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকের প্রতিলিপি

ওঁ নমঃ শিবায়।

বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলি-
মাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাভি-
র্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥ ১।

লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো-
র্দ্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেঽহন্তরায়ঃ কৃতঃ
যৎসিংহাসনমীশ্বরস্য কনক প্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।

স্বেতোৎফুল্লফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ সন্ধানদামোরগ-
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥ ৩ ।
বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে ।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তি মাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥ ৪ ।
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথা ॥ ৫ ।

যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূতদ্বিষ-
দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতপাণিনা ।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটাবিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী
মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ ॥

গৃহাদগৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাৎ বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ ।
গিরের্গিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিস্তোয়ধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ ॥ ৭ ।

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহতবসামাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥ ৮ ।

উদ্গন্ধীন্যাদ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়নানি ।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি ॥ ৯ ।

অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীম্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ ।

অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ব্বিক্ততত্ত-
গদ্গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্মহেমন্তসেনঃ ॥ ১০ ॥

মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেরিকেশাঃ পদভুবিভুজয়োহক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি হারা-
স্তাড়ঙ্কং নূপুরসযক্কনকবলয়মপ্যস্য নৃত্যাঙ্গনানাম ॥ ১১।

যদ্দোর্ব্বল্লিবিলাসলব্ধগতিভিঃ শল্লৈর্বিদীর্ণোরসাং
বীরাণাং রণতীর্থবৈভববশাদ্দিব্যং বপুর্ব্বিভ্রতাম্।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটীকাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতং ॥ ১২।

প্রত্যর্থিব্যয়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
রেতস্তৈস্তদসেচ্চ কৌশলমভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতং।
শত্রোঃ কোপি দধেহবসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদংব্যধা-
দেকো হারমুপাজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাম্॥ ১৩।

মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বী ব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥ ১৪।

ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো-
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বলকুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরা
বিশিষ্টজয়সাম্বয়ো বিজয়সেনপৃথ্বীপতিঃ ॥ ১৫।

গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তাননেন
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥ ১৬।

সঙ্খ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তুলাং
কিং রামেণ বদাম পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।

হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রস্য যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলং ॥ ১৭ ।

একৈকেন গুণেন বৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নংজগৎ ।
দেবোয়ংতু গুণৈঃ কৃতো বহুতিথৈর্ঋদ্ধিমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্তানপুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজা ॥ ১৮ ।

দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতি ক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা
বীরাসৃগ্লিপিলাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ ।
নেত্থ্যং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ ॥ ১৯ ।

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাঽন্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥ ২০ ।

শূরংমন্য ইবাসি নান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব ।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎ কারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ ॥ ২১ ।

পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে ।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক-
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিবিন্দুকলা চকাস্তি ॥ ২২ ।

মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্ম্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু-
পুষ্পৈঃ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্ ।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎ প্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্ ॥ ২৩

অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপ-
স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ ।

যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার
কালক্রমাদেকপদোপি ধর্ম্মঃ ॥ ২৪ ।

মেরোরাহৃতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্যচ ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তন্নৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বপুঃ ॥ ২৫ ।

দিক্শাখামূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধিমধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্নশৈলম্ ।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যেকশেষং গিরীণাং
সপ্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ ॥ ২৬ ।

প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বা নিরুদ্ধো মুধা
ভানোদ্যাপি কুতোস্তি দক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ ।
অন্যামুচ্চপথোয়মৃচ্ছতু দিশং বিন্ধ্যোপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে ॥ ২৭ ॥

স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে, সুমেরুমৃৎপিণ্ডবিবর্ত্তনাভিঃ ।
তদাঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্ সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥ ২৮ ।

বিলেশয়বিলাসিনীমুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর-
স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ ।
চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্নপৌরাঙ্গনা-
স্তনৈণমদসৌরভোচ্ছলিতচঞ্চরীকং সরঃ ॥ ২৯ ।

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্ব্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতের্ভিক্ষাভুজোস্যাক্ষয়াং
লক্ষ্মীং সব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥ ৩০ ।

চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মাকরমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ ।
বেষস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্য, নৃস্থিরিচ্ছা সমুচিতরচনঃ কল্পকাপালিকস্য ॥ ৩১ ।

বাহ্বোঃ কেলিভিবদ্বিভীষকনকচ্ছত্রং ধবিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্নেনৈব তেনেহিতং।
কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপার্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং
স্বং সাযুজ্যমসাবপশ্চিমদাশেষে পুনর্দ্দাস্যতি ॥ ৩২।

প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনো বা।
তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ। ৩৩।

যাবদ্বাদ্ধোম্পতিস্তরধুনিভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রী কলাবতি বলো ভূষণতাং ভূতভর্তুঃ।
যাবচ্চেতো গময়তি সতাংশ্চে ভুমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তু সখী ভর্ত্তদেবাস্যকীর্ত্তিঃ ॥ ৩৪।

নির্ব্বিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানাং
সগ্রন্থিনগ্রথনপক্ষ্মনসুত্রবর্গিঃ।
এষা কবেঃ পদপদাম্বয়বার্থবিচারশুদ্ধ
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥ ৩৫।

ধর্ম্মোপনপ্তা মনদাসনপ্তা
বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিং।
চখান বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী-
চূড়ামণীরাণক শূলপাণিঃ ॥ ৩৬।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের "জর্নেল অব্ দি এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব বেঙ্গল," প্রথম অংশ ১৪১ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত হইল।

অনুবাদ।

শিবকে নমস্কার করি, বক্ষের আবরণ হরণ ভয়ে নমীত মস্তকের মালাদামের জ্যোতিতে কেলিগৃহের দীপাভাবিনষ্ট হওয়াতে, শিব শিবহিত চক্রা

লোকে দেবীর (পার্ব্বতীর) লজ্জামুকুলিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণকারী মহাদেবের সহাস্যবদন জয়যুক্ত হউক। ১।

লক্ষ্মীবল্লভ (বিষ্ণু) এবং পার্ব্বতীনাথ (হরের) অদ্বিতীয় লীলাগৃহরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে (হরিহর) মূর্ত্তিকে নমস্কার করি। যে মূর্ত্তিতে (লক্ষ্মী এবং গৌরী) স্বামীর প্রণয়িনী হইয়াও পাছে নিজ নিজ স্বামীর আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই ভয়ে অতি কষ্টে তাহাদিগের স্বামীদ্বয়ের অভিন্নতনু হওয়ার শিল্পদ্বারা বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ২।

যাঁহার সিংহাসন মহাদেবের সুবর্ণ সদৃশ জটামণ্ডল, (শিব শিরোপরি পতিত) গঙ্গার জলকণা দ্বারা যাঁহার চামর কার্য্য সম্পাদিত হয়, শিব শিরালঙ্কার রূপ সর্পের ফণা যাঁহার শ্বেতচ্ছত্র, সেই অগ্রগণ্য মহারাজ চন্দ্রের জয় হউক। ৩।

অমরস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত লীলাবলির সাক্ষী স্বরূপ সেই চন্দ্রবংশে, দাক্ষিণাত্যাধিপতি কীর্ত্তিশালী মহারাজ বীরসেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাহাঁদিগের সুন্দর উক্তি-পূর্ণ মধুশ্রাবী চরিত্রযুক্ত ইতিহাস জগজ্জনের শ্রবণ রঞ্জণার্থে পরাশর পুত্র ব্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৪।

সেনবংশে, বিপক্ষপক্ষীয় শত শত বীর নিহন্তা এবং ব্রহ্মপরায়ণ সামন্তসেন (নামে নৃপতি) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয় বীর্য্য সম্পন্ন (ভূপাল) দিগের কুলের শিরোভূষণ ছিলেন *।

অপ্সরাগণ সলিলোচ্ছাস স্নিগ্ধ সমুদ্রের সেতু বন্ধনের পার্শ্বে (উপবিষ্ট হইয়া) তাঁহার যুদ্ধ গাথা দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া উচ্চস্বরে গান করিত। ৫।

তিনি সমর ক্ষেত্রে, বাহুদ্বারা কাল ভুজঙ্গ-সদৃশ খড়্গ রণক্ষেত্রে অনায়াসে চালনা করিতেন। তুরীর গম্ভীর নিনাদে আহূত বিপক্ষদিগের মধ্যে তদীয় কৃপাণ শত্রুদিগের যে সকল হস্তিবল খণ্ডিত করিয়াছিল, ঐ সকল হস্তিদিগের কুম্ভ হইতে নিপতিত মুক্তাজাল অদ্য পর্য্যন্ত বৃহৎ বরাটিকাকারে † পরিণত রহিয়াছে। ৬।

---

* রাজেন্দ্রবাবু দ্বিতীয় চরণের স্বতন্ত্র প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহার মতে ইহার অর্থ এই-
A garland for the noblest race of the Khetriya kings."

† বরাটিকা—কড়ি।

তাঁহার যশ তদীয় শত্রুরমণীদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, গৃহ হইতে গৃহান্তরে, নগরে নগরে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, এবং সমুদ্রে সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়াছিল। ৭।

এই এক মাত্র বীর সামন্তসেন, অরিকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত কর্ণাট-শ্রী লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মৃতজীবের মাংস, মেদ, এবং বসা, প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত পরিবারবর্গের সহিত প্রেতপতি যম অদ্য পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিক্ পরিত্যাগ করেন নাই। ৮।

গঙ্গার পুলিনস্থ যে পবিত্র আশ্রম হইতে দগ্ধ-হবির ধূম উদ্গত হইত, মৃগশাবকগণ কর্ত্তৃক পীত অক্ষুব্ধচিত্ত মুনিপত্নিদিগের স্তন্য দুগ্ধ পতিত হইত, শুকপক্ষীগণ বেদ-পাঠ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছিল, এবং যে আশ্রমে যোগীগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে বাস করিতেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গার পুলিনে পূত উৎসঙ্গ প্রদেশস্থ সেই অরণ্যাশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। ৯।

পরমেশ্বর চিন্তায় নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব্বে এই নৃপতির যৌবন সময়ে হেমন্তসেন নামে এক তনয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মভুজগর্ব্বিত শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জন্ম হইতেই তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সমগ্র গুণ ও মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০।

তিনি চন্দ্রচূড় মহাদেবের চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করিতেন, তিনি কণ্ঠে সত্যবাক্য এবং কর্ণে শাস্ত্র ধারণ করিতেন, (অর্থাৎ তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেন)।

তাঁহার পদদ্বয় অরিদিগের কেশে বিদ্যমান থাকিত, (অর্থাৎ অরিগন তাঁহার পদানত ছিল), তাঁহার হস্তদ্বয় ধনুর্জ্যাঙ্কিত কঠিন রেখাযুক্ত ছিল। তিনি সতত এই সকল অলঙ্কার ধারণ করিতেন। রত্ন, পুষ্পের মালা, কর্ণাভরণ, নূপুর, এবং সুবর্ণ বলয় প্রভৃতি তাহার নর্ত্তকীদিগের আভরণ ছিল। ১১।

তদীয় হস্তদ্বারা পরিচালিত শল্যাঘাতে বিদারিত-বক্ষ বিপক্ষ বীরগণ সম্মুখ যুদ্ধে জীবন ত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্ররূপতীর্থের ফল দীব্যদেহ প্রাপ্ত হইত *; কিন্তু বীরগণ স্বর্গগত হইলে, সগন্ধচূর্ণদ্বারা লেপিত-বক্ষ অমরস্ত্রী-

* শাস্ত্রানুসারে সম্মুখযুদ্ধে দেহ পতন হইলে তৎক্ষণাৎ দেবশরীর প্রাপ্ত হয়।

দিগের আলিঙ্গন হেতু, পুনরায় তাহাদিগের বক্ষস্থল আরক্তবর্ণ হওয়াতে সিদ্ধ-মিথুন তাহাদিগকে রণে ভল্লবিদ্ধ ভ্রমে সভয়ে নিরীক্ষণ করিত। ১২

তাঁহার হস্ত এবং খড়্গ দুই প্রকার ভাব ধারণ করিত, এক দ্বারা দান কার্য্য এবং অপর দ্বারা শত্রুনাশ কার্য্য অতি কৌশলে সম্পাদিত হইত। এক শত্রুদিগকে অবসাদিত, অপর বন্ধুদিগকে প্রসাদিত করিত। এক বন্ধুবর্গকে মাল্য দানে বিভূষিত করিত, অপর শত্রুদিগকে প্রহার দ্বারা অঙ্কিত করিত। ১৩

তাঁহার (হেমন্তসেনের) পাটরাজ্ঞীর চরণ যুগল আত্মীয় এবং শত্রু-রমণীদিগের শিরোরত্ন শ্রেণীর কীরণজালে শোভিত থাকিত। রাজ্ঞী স্বীয় পতির রত্নস্বরূপ একান্ত প্রিয়তমা ছিলেন, তিনি পরমা সতী, ব্রত পরায়ণা, যশস্বিনী, ত্রিভুবন মনোজ্ঞা, এবং সুকৃতিশালিনী ছিলেন; তাঁহার নাম যশোদেবী। ১৪।

এই নৃপতি (হেমন্তসেন) হইতে, ত্রিজগতের ঈশ্বর মহাদেব এবং দেবী হইতে উৎপন্ন কার্ত্তিক-সদৃশ বিজয়সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অরাতিদিগের বল নিধন করিয়াছিলেন, এবং চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। ১৫।

তৎকর্ত্তৃক পরাজিত অথবা নিহত নৃপতিদিগকে কাহার সাধ্য গণনা করে। এজগতে তাহার স্ববংশের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রই কেবল তাঁহার অগ্রে রাজা উপাধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬।

শত্রু বিজেতা বিজয়সেনের সহিত অসঙ্খ্য কপিসৈন্যনেতা রামচন্দ্রের তুলনা করা যাইতে পারে না, পাণ্ডব সেনাপতি ধনঞ্জয়ের সহিতও তাঁহার তুলনা হইতে পারে না, কারণ তিনি এক মাত্র খড়্গ সহায্যে সপ্তসমুদ্র-বেষ্টিত বসুন্ধরা একরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭।

পরমেশ্বর তিন গুণ দ্বারা অভিন্নভাবে এক দ্বারা বিনাশ, এক দ্বারা পালন, এবং এক দ্বারা সমস্ত জগত সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই দেব বহুগুণদ্বারা শত্রু দিগকে বিনাশ, ধার্ম্মিক দিগকে রক্ষা, এবং রিপুবিনাশ দ্বারা প্রজাদিগের সুখ বিধান করিতেন। ১৮।

তিনি শত্রুরাজাদিগকে স্বর্গ দান করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ তাহাদিগকে

নিহত করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন) এবং স্বয়ং পৃথিবীর রাজ্য রাখিয়াছিলেন, তিনি বীররক্তাঙ্কিত স্বীয় অসিকেই দানপত্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। যদি ইহার অন্যথা হইত, তবে কি নিমিত্ত শক্র সন্ততিগণ বসুধা-ভোগনিমিত্ত বিবাদে উদ্যত হইয়াও তদীয় কৃপাণ দৃষ্টে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিত। ১৯

"আপনি অন্য বীর বিজয়ী নহেন" কবি দিগের এই বাক্য শ্রবণ করত মনে তাহার অন্যর্থ গ্রহ হওয়াতে, তাঁহার অন্তঃকরণে গুপ্ত রোষের উদয় হইয়াছিল, এবং তিনি কলিঙ্গ, কামরূপ এবং গৌড় অতি ত্বরায় জয় করিয়া ছিলেন। ২০।

হে রাঘব! আমিই বীর অন্যে বীর নহে এবম্বিধ অহঙ্কার ত্যাগ কর, হে বর্দ্ধন! স্পর্দ্ধা ত্যাগ কর, তোমাদিগের গর্ব্ব অদ্য হইতে বিরত হইল। মহানিশীথে তাঁহার কারাগৃহে বন্ধীভূপাল দিগের এবম্বিধ আর্ত্তনাদ কারারক্ষীদিগের নিদ্রাহরণ করিত। ২১।

পাশ্চাত্য ভূপাল দিগকে পরাজয়ার্থ তিনি যে সকল রণতরী গঙ্গাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানী গঙ্গাজলে মলিন মহাদেবের শিরস্থিত-ভস্মে চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতেছে †। ২২।

তাঁহার প্রসাদে নাগরীদিগকর্ত্তৃক বহুবিভবশালী শ্রোত্রীয়রমণীরা কার্পাস বীজ হইতে হীরকখণ্ড সকল, শাকপত্র হইতে মরকত মণি, অলাবু পুষ্প দ্বারা রজত, ভগ্নপ্রবণ দাড়িম্বমধ্য হইতে মুক্তা, এবং কুষ্মাণ্ড লতার প্রস্ফুটিত পুষ্প দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন *। ২৩।

---

† এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই—মহাদেবের মস্তক হইতে গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত পরাজয় নাকরিলে, অনুগাঙ্গপ্রদেশ সমস্ত অধিকার হইতে পারে না। এজন্য বিজয় সেনের রণতরী সকল শিবের মস্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়া ছিল, এবং তথায় একখানি রণতরী ভগ্ন হওয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

* এই শ্লোকের প্রকৃত ভাবোদ্ধারকরা কঠিন। ইহার এই প্রকার অর্থকরা যাইতে পারে ব্রাহ্মণ রমণীরা বনফুল ও লতা ইত্যাদি দ্বারায় বেশভূষা করিতেন, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদির গুণাগুণ জানিতেন না। রাজা তাহাদিগকে হীরক খণ্ড ও সুবর্ণ অলঙ্কার প্রদান করিলে, হিরকাদির প্রকৃত গুণাদি অজ্ঞাত হেতু হীরক খণ্ডকে কার্পাস বীজ জ্ঞান, এবং সুবর্ণকে কুষ্মাণ্ড পুষ্প জ্ঞান করিতেন। কিন্তু নাগরীগণ তাহাদিগের এই ভ্রম দর্শাইয়াদিয়া, কার্পাস বীজ হইতে হীরক খণ্ড প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই শ্লোকদ্বারা কবি, রাজা কতদূর দানশীল ছিলেন, দেখাইয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বদা অনুষ্ঠিতযজ্ঞের যূপস্তম্ভের অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া কালক্রমে ধর্ম্ম একপদ হইয়াও সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারিতেন। ২।

শত্রুগণদ্বারা আক্রান্ত মেরুপ্রদেশ হইতে অমরদিগকে যজ্ঞদ্বারা আহ্বান করত, তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্তের অধিবাসীদিগকে স্বীয় স্বীয় আবাসভূমির পরিবর্ত্তণ করাইয়াছিলেন। তিনি অত্যুচ্চ প্রাসাদাবলি নির্ম্মাণ করিয়া এবং বিস্তৃত জলাশয়সকল খনন করাইয়া পৃথিবী ও স্বর্গপ্রদেশের পরস্পরের সৌসাদৃশ সংঘটন করিয়াছিলেন। ২৫।

এই পার্থিব ইন্দ্র প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের পরিধি সমুদ্রবেষ্টিত, এবং মন্দিরের মধ্যতল গগণতল সদৃশ পরিসর, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, এবং সূর্য্যের উদয় এবং অস্তাচলের মধ্যবর্ত্তী মেরু পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। ২৬।

হে সূর্য্য! তুমি নিরর্থক অগস্ত্যকে দক্ষিণ দেশবাসী করিয়াছ, যেহেতু এই উচ্চ প্রাসাদ তোমার হরিতাশ্বের পথ অবরোধ করিল। অগস্ত্য যদৃচ্ছা গমন করুন, এবং বিন্ধ্যাদ্রি যাবৎ শক্তি বর্দ্ধিত হউক, তথাপি এই মন্দির-তুল্য উচ্চ হইতে পারিবে না। ২৭।

সুমেরুপর্ব্বত-তুল্য মৃৎপিণ্ডদ্বারা যদি বিধাতা পৃথিবী-তুল্য চক্রে এক অতি বৃহৎ মৃৎঘট প্রস্তুত করেন, উক্ত ঘট এই মন্দিরের উপরি স্থাপিত সুবর্ণ কলসের তুল্য হইতে পারে না। ২৮।

পাতাল প্রদেশস্থ নাগরমণীদিগের মুকুটমণির কিরণজালে উজ্জ্বল এক প্রকাণ্ড সরোবর শিব মন্দিরের পুরোভাগে তিনি খনন করিয়াছিলেন। এই সরোবরে জলমগ্ন পুরস্ত্রীদিগের স্তনলিপ্ত কস্তুরিগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিত। ২৯।

এই সেনবংশসূনু দিগম্বরকে বিচিত্র বস্ত্রে আবৃত করিয়াছিলেন, রত্নালঙ্কারে তাহার শ্বেতাঙ্গের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি শ্মশান বাসী ছিলেন এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তাহাকে ধনশালী করিয়া তন্নিমিত্ত এক পুরি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা সেনবংশীয়েরা কতদূর দরিদ্রদিগের পোষণে যত্নবান ছিলেন, সহজে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ৩০।

ভূপাল আপন অভিপ্রায়ানুসারে মহাদেবকে কল্প-কাপালিকবেশে সজ্জীভূত করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবর্ত্তে বিচিত্র কৌশেয়বস্ত্রদ্বারা, সর্পমালার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে লম্বমান স্থূলহার দ্বারা, ভস্মের পরিবর্ত্তে চন্দনানুলেপন দ্বারা, জপমালা গ্রথিত নীলমুক্তাদ্বারা, এবং নরকপাল-পরিবর্ত্তে মনোহর মুক্তা দ্বারা তদীয় নেপথ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩১

তিনি বাহুবলে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় কনকছত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন। এবং তদীয় বলদ্বারা পার্থিব শুভ সকলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি ভূতলের কিছুই প্রার্থনা করেন না, কিন্তু হে চন্দ্রশেখর! ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া জীবনান্তে সাজুয্য প্রদান করুন। ৩২

বাল্মিকী অথবা পরাশর-নন্দন ব্যাস ইহার চরিত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ। কিন্তু আমাদিগের তদীয় কীর্ত্তিরূপ পবিত্র সিন্ধুতে অবগাহণদ্বারা বাক্য পবিত্র করার প্রয়াস মাত্র। ৩৩

যদবধি সুরধূনি গঙ্গা স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পবিত্র করিবেন; যদবধি চন্দ্রকলা ভূতভর্ত্তা শিবের মস্তকাভরণ হইয়া শোভা প্রদান করিবেন, যদবধি ত্রিবেদ (সাম, যজু, ঋক্) ধার্ম্মিকদিগের চিত্তের প্রসাদ উৎপাদন করিবে, তদবধি এই দেবের কীর্ত্তি তাহাদিগের ন্যায় কার্য্য করিবে। ৩৪

সেনবংশীয় মুক্তাবলিদ্বারা গ্রথিত এই শ্লোকমালা, পদ এবং পদের অন্যয় জ্ঞানদ্বারা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি উমাপতিধর কর্ত্তৃক রচিত হইল। ৩৫

এই বর্ণনা ধর্ম্মের প্রপৌত্র মদন দাসের পৌত্র এবং বৃহস্পতির পুত্র বারেন্দ্রশিল্পিকুলশ্রেষ্ঠ শুলপানি কর্ত্তৃক ক্ষোদিত হইল। ৩৬

লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রশাসন।

উক্ত তাম্রশাসন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মজিলপুরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। " বাঙ্গালা ভাষাও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব " হইতে এই তাম্রশাসনের শ্লোক গুলি গ্রহণ করা গেল। এই তাম্রশাসন এইক্ষণে কাহার নিকটে আছে তাহা উক্ত পুস্তকে নির্দ্দেশ নাই। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে, "—আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসন খানি আর একবার হস্তগত করিতে পারিলাম না। মজিলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উহার একটী প্রতিলিপি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষ ভাগে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর ৺ হলধর চূড়ামনী মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন, তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই, " ইত্যাদি।

এই তাম্র শাসনে বিজয়সেন লক্ষ্মণসেন এবং বল্লালসেনের নাম উল্লেখ আছে।

রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি

এই স্থলে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ একটী দেবীমূর্ত্তি কীলকদ্বারা সম্বন্ধ আছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্‌যস্য মণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপ-ভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ ॥ ১ ॥
আনন্দাম্বু নিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী-
রুন্ধাবেহতমোহতারতিপতাবেবাহ গেবেড়িধীঃ। (?)

যন্যাগী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ-
ত্যত্রের্ধ্যানপরস্য বা পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ॥ ২ ॥
সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুপ্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতা মভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধনাথবংশে ॥ ৩
আকৌমারবিকস্বরৈ র্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈরবিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী-
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণ স্তেষা মভূদ্বংশজঃ ॥ ৪ ॥
যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ র্যশোভিঃশোভন্তেপরিধিপরি
[ণদ্ধাঃ করদিশঃ। (?)
ততঃকাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরীপরীতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়-
[সেনঃ স বিজয়ী ॥ ৫ ॥
প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদা মনলসো বেদায় নৈকাধ্বগঃ
সদগ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতি রভূ দ্বল্লালসেন স্ততঃ।
যশ্চেতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দস্তৌষধং তৎক্ষণা
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগণাভোগ প্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মাক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ (?)
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥ ৭ ॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরান্মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল-সেনপাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরমবীরসিংহপরম স্তম্ভাবক মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজা-মাত্য পুরোহিত ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তর দুর্ভয়দ পরিক মহাক্ষপাটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীঠপতি মহাগণপ দৌঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপ্র-তকগৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপ-জীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চড়ভচ্ছজাতীয়ান্ জানপদান্ ক্ষেত্র-

করান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ। মত মস্তু ভবতাম্—যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তান্তঃপাতিনি থাড়ীমণ্ডলিকান্তর্লপুরচতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিকপ্রভাসশাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশব গড়োলীভূমী সীমা—ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ শ্রীমদুগ্র-মাধবপাদীয়স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাঙ্গুলাধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিতা ন্মানেনাধ-স্তয়া সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যন্মানোত্তর খাবককসমেত ভূদ্রোণত্রয়া-ত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোপত্তিকঃ সবাস্তুচিহ্নঃ মেণ্ডলগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ সমাটবিষ্টঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোদরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সক্ষদশাপবাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়োঽচড় ভচ্ছপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য স্তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তঃ জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহধর দেব-শর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গনগোত্রায় অঙ্গিরো বৃহস্পতি শিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বে-দাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্যশাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিব-দুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভটারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্য-যশোঽভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রান্যায়েন তাম্র-শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং—ভাবিভিরপি নৃপ-তিভি রপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎপালনীয়ম্। ভবন্তিচাত্র-ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। ভূমিং যঃপ্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌপুণ্যকর্ম্মাণৌনিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসু-ন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ কতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোল মিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহিপুরুষৈঃ পর-কীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণীভানুসান্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্র বাধিনা য়ঙ্করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সংহমাঘদিনে ১০ মানে মতাসাতিঃ॥

কেশবসেন প্রদত্ত তাম্রশাসন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ৺ কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারিতে ইদিলপুর পর-গণায়, এক কৃষক কর্তৃক মৃত্তিকার নিম্ন হইতে এই তাম্রশাসন উদ্ধৃত

হইয়াছিল। ৺ কানাইলাল ঠাকুর এই তাম্রশাসন আনয়ন পূর্ব্বক, এসিয়াটিক সোসাইটীর চিত্রশালিকায় প্রদান করেন। পণ্ডিত গোবিন্দরাম ইহার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তদনুসারেই আমরা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম।

মূল তাম্রশাসন দেখার নিমিত্ত চিত্রশালিকায় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু এই তাম্রশাসন চিত্রশালিকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে জানিলাম, কোথায় যে স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাম্রশাসনের মুদ্রিতানুলিপি "এসিয়াটিক সোসাইটীর জরনেলের" সপ্তম খণ্ডের প্রথমাংশের চল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে।

ওং নমো নারায়ণায়।

বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকারকারানিবদ্ধ ভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তং।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্মমুদ্যাস্তমদ্ভুতখগং নিগমক্রমস্য ॥ ১।

পর্য্যন্তস্ফটিকাচলাংবসুমতীং বিশ্বগ্বিমুদ্রীভবন্মুক্তাকুড্মলমব্ধিমম্বরনদীবন্যাবনত্বং নভঃ।
উদ্ভিন্নস্মিতমঞ্জরী পরিচিতা দিক্‌কামিনীঃ কল্পয়ন্ প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পসায়কযশোজন্যান্তরশ্চন্দ্রমাঃ। ২।

এতস্মাৎ ক্ষিতিভারনিঃসহশিরাদর্ব্বীকরগ্রামণীবিশ্রামোৎসবদানদীক্ষিতভুজাস্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষামপ্রতিমল্লবিক্রমকথারব্ধপ্রবন্ধাদ্ভুতব্যাখ্যানন্দবিনিদ্রসান্দ্রপুলকৈর্ব্যাপ্তাঃসদৈস্যের্দ্দিশঃ। ৩।

অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্রদেবঃ স্বয়ং সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদংঘ্রিনখধোরণিস্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজো দশাস্যনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ ॥৪॥

নীলাম্ভোরুহসোদরোপি দলয়ন্মর্ম্মাণি কাদম্বিনীকান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপস্নিগ্ধোপি তন্বন্ ভয়ং।
নির্ণিক্তাঞ্জন সন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্লমং বৈরিণাং যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেয়কঃ খেলতি ॥৫॥

ভাসন্নিস্ত্রিংশনিদ্রাবিরহবিলসিতৈ বৈরিভূপালবংশ্যানুচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধি
ভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।
আসীত্তেজোজিগীষা সহ দিবসকরেণৈব দোষ্ণস্তুলাভৃন্তৈরাশীবিষাণামজনি
দিগধিপৈরেব সীমাবিবাদঃ ॥৬॥
খেলৎখড়্গলতাপমার্জনহৃতপ্রত্যর্থিদর্পজ্বরস্তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্বল্লালসেনো
নৃপঃ।
যস্যায়োধনসীম্নিশোণিতসরিদ্দুঃসঞ্চরায়াং হৃতাঃ সংসক্তদ্বিপদন্তদণ্ডশিবিকামা-
রোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ ॥৭॥
শ্রীকান্তোপি নমায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্যক্ষরং বক্তুংনেত্যপটুঃ কলানিধি-
রপি প্রমুক্তদোষাগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপি ন জিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুতস্তস্মাল্লক্ষ্মণসেনভূপতি
রভূদ্ভূলোককল্পদ্রুমঃ ॥৮॥
প্রত্যূষে নিগড়স্বনৈর্নিযমিত প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরভ-
প্রোদ্দোল ঘণ্টারবঃ।
সায়ং বেশবিলাশিনীজনরণন্মঞ্জীরমঞ্জুস্বনৈর্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনাবন্ধ্যং ত্রি-
সন্ধ্যং নভঃ ॥ ৯।
নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনী
তিরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যবদ্ধব্রতোবিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ
শ্রীবিশ্ববন্দ্যোনৃপঃ ॥১০।
ন গগনতলত্রবশীতরশ্মির্ন কনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজি ॥১১॥
বাহু বারণহস্তকাণ্ডসদৃশো বক্ষঃশিলাসংহতং বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্য-
ন্দিনোদন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গণপ্রণয়িণীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসাং কোজানাতি কুতঃ কৃতো ন
বসুধাচক্রেনুরূপোরিপুঃ ॥ ১২ ॥
বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি
বরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি

তীরোৎসঙ্গেত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমথারম্ভনির্ব্যাজপূতে যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালা ন্যধায়ি ॥১৩॥

যান্নির্ম্মায় পবিত্রপাণিরভবৎ বেধাঃ সতীনাং শিখারত্নং যা কিমপি সরূপচরিতৈর্বিশ্বংযথালঙ্কৃতং।

লক্ষ্মীভূর্রপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্নোঃ মহারাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূচিবর্গের্গাচিতা ॥১৪॥

এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।

শ্রীকেশবসেনদেবঃ প্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ ॥ ১৫

দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃপাত্রৈর্লোহময়ৈর্হিরণ্য পদবীপ্রাপ্তোপিকোবিস্ময়ঃ।

এতস্মিন্নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং, যৎপাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং ॥ ১৬।

আকৌমারমপারসঙ্গরভরব্যপারতৃষ্ণাবশসান্তস্যাস্য নিশম্য বীরপরিষদ্বন্দ্যাস্পদোবিক্রমং।

নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দুর্গং প্রবেশ্য দ্রুতং নিগচ্ছদ্ভিররাতিভূপনিবহৈর্ভ্রাস্যদ্ভিরেবাস্যতে ॥ ১৭।

আকর্ণাশ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজেদ্বিষাং দানান্তঃকণগর্ভদর্ভকলনৈর্গোষ্ঠীবুনিষ্ঠাবতাং।

নীবীবন্ধবিসারণৈঃ পরিষদি ত্রস্যৎকুরঙ্গীদৃশামব্যাপারসুখাসিতাংক্ষণমপি প্রাপ্নোতিনৈতৎকরঃ ॥ ১৮।

তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাংকচ্ছস্থলী নীরদৈর্নীরন্ধ্রেব নভস্তটীমরকতৈঃ ক্লৃপ্তাভুবঃক্ষ্মারুহঃ ॥

নীলগ্রাবকদম্বকৈরবিরলাভোগেব মুক্তাবলী লেখা সীদদসীয়যজ্ঞহুতভুগ্ধূমাবলী খেলতি। ১৯ ॥

কল্পক্ষ্মারুহকাননানি কনকক্ষ্মাভূদ্বিভাগান্নিধিরত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসাঃ।

এতুত্ পাদপয়োধরপ্রণয়িনি চ্ছায়াবিতানাঞ্চলে বিশ্রাম্যন্তি সতামনিন্দ্রবিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥

কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিত লোকপালাবলীবিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধনজৈত্র
যাত্রাভরঃ।
শশাস পৃথিবীমিমাংপ্রথিতবীরংবর্গাগ্রণীঃ সগন্ধপবণান্বয়ঃ প্রলয়কালরুদ্রো-
নৃপঃ ।২১।
পদ্মালয়েতি যাখ্যাতির্লক্ষ্ম্যা এব জগত্ত্রয়ে, সরস্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতা-
লয়া। ২২।
আরুহ্য ভ্রংলিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্যলেখাং পশ্যন্তীভিঃ পুরিবিহরতঃপৌরসী-
মন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকূতৈর্নয়নচলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমরক্ষৈঃ
কটাক্ষৈঃ ॥২৩॥
এতেনোন্নতবেশ্মসঙ্কটভুবা স্রোতস্বতী সৈকত ক্রীড়ালোলমরালকোমলকলৎ-
ক্বাণপ্রনীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যো দদিরে মহী মঘবতানেকপ্রতিষ্ঠাভৃতা পারপ্রক্রমশালিশালিসরলক্ষে-
ত্রোৎকটাঃ কবটাঃ ॥ ২৪ ॥

ইহ খলু জম্বুগ্রামপরিসরশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবাতারাৎ সমস্তসপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজসূদন-
শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়সেনদেবপাদানুধ্যাত ধ্যত সমস্তস্বপ্রশস্ত্যপেত অরি-
রাজসূদন শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত সমস্তস্বপ্রশস্ত্যপেত
অরিরাজসূদন শঙ্করগৌরেশ্বরশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানুধ্যাত সমস্তস্বপ্রশস্ত্যপেত
অশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর সোমবংশ
প্রদীপ প্রতিপন্নদানকর্ণ সত্যব্রতগাঙ্গেয়শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বরপরমভট্টারক
পরমশৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজঘাতুক শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেনদেব-
পাদাবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীবালকরাজপুত্র রাজামাত্য মহাপু-
রোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহাদৌঃসাধিকা চৌরো-
দ্ধরণিকনৌবলহস্ত্যশ্বগো মহিষাজাবিকাদিব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক
নেয়গপত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজ্যাধিপ জীবিনোধ্যক্ষানধ্যক্ষপ্রবরাংশ্চ চট্টভট্ট-
জাতিয়ান্ ব্রাহ্মণব্রাহ্মনোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি চ—বি-
দিতমস্তুভবতাং যথা—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিবঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে
প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বেসত্রকাধীগ্রামসীমা দক্ষিণে সাঙ্করবশাগোবিন্ধবনা-

স্তঃভূঃ সীমা পশ্চিমে গঞ্জকাপাগাদাহ্বয়সরগ্রামঃসীমোত্তরে বাগুলীক্ষিগাতাত্তদ্য-মানভূঃসীমা ইত্থ্যং যথাপ্রসিদ্ধস্বসীমাবচ্ছিন্নাবৃহন্নৃপতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌদীর্ঘায়ুষ্টকামনয়া সমুৎসর্গিতা সা তদায়োৎপত্তিকা সাশ্চভূমিঃ সসাদাবিবিধবাসগর্তোসরা সজলস্থলাখিল পলাশগুবাকনারিকেললতাচণ্ডভণ্ডপ্রবেশাবর্তির্য্যন্তা আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসমকালং যাবৎ দিনং তৎসজলনানাপুস্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাকনারিকেলাদিকংলগ্গাপয়িত্বা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিক্রমেণ সচ্ছন্দোপভোগেনোপভোক্তুং বৎসসগোত্রস্য ভার্গবচ্যবনআপ্নুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্ন্যপঞ্চপ্রবরস্য পরাশর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বৎস সগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য গর্ভেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য বনমালি শর্ম্মণঃপুত্রায় বৎসসগোত্রায় ভার্গবচ্যবনআপ্নুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্নপঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়সদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তুতীয়াকীয় জৈষ্ঠ্যাদিনাভূচ্ছিদ্রংন্যায়েনচণ্ডভণ্ডদণ্ডাতাম্রশাসনীকৃত্যপ্রদত্তাযত্রচতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শাসনভূমিহি॥ ৩০০॥ যৎভবদ্ভিঃসর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপিনৃপভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎপালনধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চাত্রাধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ—আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ, ভূমিদোস্মৎ কুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ভূমিং য প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চভূমিং প্রজচ্ছতি, উভৌতৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তংস্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ, যস্যযস্য যদাভূমিস্তস্যতস্যতদাফলম্॥ স্বদত্তাং পরদত্তাংবা-যোহরেৎবসুন্ধরাং সবিষ্টায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহপচ্যতে॥ ষষ্টীবর্ষসহস্রাণি স্বর্গেতিষ্ঠতি ভূমিদঃ, আক্ষেপ্তাচারমন্তাচ তান্যেব নরকেবসেৎ॥—সর্ব্বষামেব দানানামেকজন্মানুগংফলং। ইতি কমলদলাংবুবিন্দলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চবুদ্ধা নহিপুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ সচিবসতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্যানুসাশনভূতঃ। শ্রীযুত দত্তোভ্তব গৌঢ়মহামভত্তকঃখ্যাতঃ শ্রীমন্ মহসাকরণনি শ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমত্ করণনি সং ৩ জৈষ্ঠদিনে....॥

অনুবাদ।

নারায়নকে নমস্কার!

পঙ্কজ-বনের বন্ধু সূর্য্যকে বন্দনা করি, যিনি অন্ধকাররূপ কারাগৃহ হইতে ত্রিভুবন উদ্ধার করেন, যিনি নিগমবৃক্ষের অদ্বিতীয় পক্ষী, এবং সিত ও অসিত পক্ষদ্বয় * পর্য্যায়ক্রমে বিস্তার করেন। ১। পৃথিবীকে স্ফটীক পর্ব্বতে যেন ব্যাপ্ত করিয়া, জলধিকে প্রস্ফুটিত মুক্তাবলিদ্বারা যেন সুসজ্জিত করিয়া. নভস্থলকে স্বর্গীয় নদীর জলে যেন প্লাবিত করিয়া, এবং দিক্ কামিনীদিগকে চিরপরিচিতার ন্যায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত করিয়া কামদেবের যশের পুনঃ প্রকাশকারী চন্দ্র প্রকাশিত হউন। ২। এই চন্দ্র হইতে যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় ভুজবলে মেদিনীর দুর্ব্বহভার প্রপীড়িত-মস্তক বাসুকীকে বিশ্রামসুখ প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দী যোদ্ধা কেহ নাই এবং তাঁহারা অদ্বিতীয় বিক্রমশালী, এই প্রশংসাসূচক ব্যাখ্যা হইতে উৎপন্ন অদ্ভুত আনন্দে আনন্দিত সদস্যগণ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৩। এই বংশে সুধাকিরণশেখর মহাদেব সদৃশ বিজয়সেন নামে নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণযুগলে একে একে নৃপতিগণের প্রণামসময়ে মুকুটমণির জ্যোতি পদনখে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে বোধ হইত যেন দশানন তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। ৪। সমরক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত খড়্গাচালনা অবলোকন করিয়া জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তাঁহার খড়্গ নীলপদ্ম সদৃশ হইয়াও অরাতিদিগের মর্ম্ম দলন করিত, নবমেঘের ন্যায় মনোজ্ঞ হইয়াও শত্রুদিগের অন্তঃকরণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিত, মধুপ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও ভয় বিস্তার করিত, কজ্জল সদৃশ হইয়াও শত্রুদিগের ক্লেশ উৎপাদন করিত। ৫। তিনি তাঁহার নিরলশ এবং উজ্জল কৃপাণদ্বারা বৈরী ভূপালদিগকে সবংশে উচ্ছেদ করিয়া ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তেজবিষয়ে সূর্য্যের সহিতই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাঁহার হস্তের সহিত প্রকাণ্ড সর্পদিগের তুলনা হইতে পারিত, এবং তাঁহার অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সীমা লইয়া কেবল দিগ্‌পতিদিগের সহিতই বিবাদ চলিত, অন্যের সহিত বিবাদ হইত

* দ্বিতীয়ার্থে——চন্দ্রের শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ।

না। ৬। এই বিজয়সেন হইতে অদ্বিতীয় কীর্ত্তিশালী বল্লালসেননামে নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শত্রুদিগের গর্ব্বিত অন্তঃকরণ, তদীয় লতা-সদৃশ অতর্কিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খড়্গদ্বারা মার্জ্জিত করিয়াছিলেন, এবং রক্ত-নদী-প্লাবিত রণভূমির প্রান্ত প্রদেশ হইতে অরাতিলক্ষ্মী গজদন্তোপরি স্থাপিত শিবিকায় আরোহণ করাইয়া হরণ করিয়াছিলেন। ৭। বল্লালসেন হইতে কল্পদ্রুম সদৃশ লক্ষণসেন জন্মগ্রহণ করেন, তিনি প্রভূত ধনাধিপতি হইয়াছিলেন, কিন্তু ষড়যন্ত্র দ্বারা ধন উপার্জ্জন করেন নাই, বলদ্বারাই ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র বাকশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও "না" শব্দ জানিতেন না, তিনি চন্দ্রের ন্যায় গুণসম্পন্ন হইয়াও দোষ-গ্রহ হইতে মুক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং বাসুকী সদৃশ হইয়াও সর্পগণদ্বারা (অর্থাৎ খল প্রকৃতি জনগণ দ্বারা) পরিবেষ্টিত ছিলেন না। ৮ প্রত্যুষে প্রতিপক্ষ নৃপতিদিগের পদলগ্ন শৃঙ্খলশব্দ, মধ্যাহ্নে জলপানার্থ মুক্ত হস্তি এবং উষ্ট্রের ঘণ্টারব, এবং সায়ংকালে সুসজ্জিতা রমণীগণের পদনূপুরের সুমধুর শব্দ, এই ত্রিবিধ শব্দ তিনি ত্রিসন্ধ্যায় আকাশমণ্ডলে প্রেরণ করিতেন। ৯। বল্লাল পুত্রকামনায়, মুক্তিকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুরধুনীতীরে শত শত জন্ম পর্য্যন্ত উপাসনা দ্বারা মহাদেবকে প্রীত করিয়াছিলেন, অন্যথা বল্লালসেন-ঔরসে বিশ্বজন প্রসংশিত ও রিপুবধূদিগের বৈধব্য সাধনব্রতে বিখ্যাত এবং নৃপতি-শিরোরত্ন লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করিতেন না। ১০। পৃথিবীতে এই নৃপতি বিদ্যমান থাকাতে চন্দ্র কেবল গগনমণ্ডলেই বাস করিতেন না, কল্পবৃক্ষ সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বতে, এবং ইন্দ্র সর্ব্বদা স্বর্গে থাকিতেন না। ১১। তাঁহার বাহু হস্তিশুণ্ড সদৃশ ছিল, বক্ষস্থল প্রস্তরসদৃশ কঠিন, শর সমূহ বিপক্ষদিগের প্রাণ-হন্তা, এবং তাঁহার হস্তিসমূহের কপোল প্রদেশ হইতে নিরন্তর মদবারি বিগলিত হইত; ব্রহ্মা সমরক্ষেত্রে নিরন্তর বিদ্যমান থাকিয়াও পৃথিবীতে ইহার অনুরূপ প্রতি-যোদ্ধা সৃজন করিয়াছেন কিনা কেহ অবগত নহে। ১২। দক্ষিণ সমুদ্রের বেলা-ভূমিস্থ মুষলধারী ও গদাপাণির মন্দিরের সন্নিধানে, অশী বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমে বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র বারাণসীতে, এবং পদ্মযোনী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আরব্ধ যজ্ঞস্থলী ত্রিবেণীর তট প্রদেশে তিনি অত্যুচ্চ যজ্ঞযূপ সমূহের সহিত বিজয়স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৩। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম বসুদেবী,

তিনি সতীদিগের অগ্রগণ্যা, তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতার হস্ত পবিত্র হইয়াছিল, তাঁহার চরিত্র বর্ণনে বিশ্বজন অলঙ্কৃত হইয়াছিল, রাজ্ঞীর স্বপত্নীদ্বয় (পৃথিবী এবং লক্ষ্মী) তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, এবং তিনি ত্রিবর্গ ভোগের উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন। ১৪। যে প্রকার কার্ত্তিকেয়, শশিশেখর মহাদেব, এবং গিরিজা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই রাজ-দম্পতী হইতে কেশবসেন দেব জন্মগ্রহণ করিলেন; ইনি নৃপতিদিগের মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন। ১৫। এই বিশ্বজয়ী নৃপতির দৃষ্টি মাত্রে ব্রাহ্মণদিগের লৌহপাত্র যে স্বুবর্ণ পাত্রে পরিনত হইবে তাহার বিচিত্র কি, যেহেতু তাঁহার বিপক্ষ পক্ষীয় ভূপালদিগের পাত্র সকল স্বুবর্ণময় হইয়াও লৌহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬। বাল্যকাল হইতেই নিয়ত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এই ভূপালের মাননীয় পদ এবং বিক্রম শ্রবণ করিয়া বিপক্ষ ভূপগণ চকিত হইয়া নিদ্রালু স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করতঃ দুর্গে প্রবেশ করিতেন, কিন্তু তথাতেও স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। ১৭। তাঁহার হস্ত ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রামসুখ অনুভব করিত না, শত্রুসমাজে আকর্ণ আকর্ষিত বানক্ষেপ কার্য্যে, নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বারিপূর্ণ দুর্ব্বা প্রদান কার্য্যে, এবং কুরঙ্গনয়না রমণীদিগের নিবীবন্ধন উন্মোচন কার্য্যে নিয়তই হস্তদ্বয় ব্যাপৃত থাকিত। ১৮। তাঁহার যজ্ঞের ধূমাবলী উদ্গত হইয়া খেলা করিত, তাহাতে বোধ হইত যেন নদীতট কপিঞ্জবৃক্ষ সমষ্টিতে আবৃত হইয়াছে, যেন আকাশমণ্ডল গভীর মেঘদামে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ভূমণ্ডলস্থ বৃক্ষ সকল যেন মরকতমণিদ্বারা খচিত হইয়াছে, এবং মুক্তাবলী যেন নীলকান্ত মণিতে পরিণত হইয়াছে। ১৯। সৎব্যক্তিদিগের নিদ্রা বিরহিত মনোবৃত্তি ধনলালসায় কল্পবৃক্ষের কানন সকল ভ্রমন করিয়া, রত্নের খনি সকল অনুসন্ধান করিয়া এবং সমুদ্রের উপকুল অন্বেষণ করিয়া অবশেষে এই নৃপতির পদচ্ছায়ায় শান্তিলাভ করিত। (অর্থাৎ সৎব্যক্তিদিগের অভিলাষ নিয়তই এই রাজসমীপে পূর্ণ হইত)। ২০। প্রলয়কালের রুদ্র তুল্য এই গন্ধপবনবংশীয় নৃপতি পৃথিবী শাসন করিতেন, তিনি বিখ্যাতবীরদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিপক্ষ ভূপালগণ, তাঁহাদিগের জয়শীল সৈন্য বিনাশ হেতু, বিস্ময়াকুলিত লোচনে তাহাকে দৃষ্টি করিত। ২১। ত্রিজগতে লক্ষ্মীই পদ্মালয়া বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু সরস্বতী তদীয় আননে নিয়ত

অধিবাস হেতু পদ্মালয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২২। পুরী বিহারকালে অভ্রচুম্বী অত্যুচ্চ গৃহচূড়া আরুহ্যমানা পৌরনারীগণ তাঁহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিত, নৃপতি অভিলাষ ব্যঞ্জক নয়ন বিভ্রম-প্রকাশ-কারিণীদিগকে ক্ষণকাল প্রেমপূর্ণ কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। ২৩। প্রতিষ্ঠাপন্ন ইন্দ্র সদৃশ এই মহিপাল ব্রাহ্মণদিগকে উন্নত গৃহযুক্ত, এবং স্রোতস্বতীর সৈকত ভূমিতে ক্রীড়মান মরালগণের উৎসবপূর্ণ ধ্বনিযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট শালিধান্যযুক্ত ভূমিখণ্ড সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ২৪।

এই জম্বুদ্বীপ-বিজেতা প্রশংসাপ্রাপ্ত বিপক্ষ-ভূপাল নিহন্তা শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমৎ বিজয়সেনদেবের পদযুগল তৎপুত্র বল্লালসেন নিয়ত চিন্তা করিতেন। তিনি সকল প্রকার উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং শঙ্করগৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। অরিকুল-নিহন্তা সমস্ত প্রশস্তযুক্ত শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমৎলক্ষ্মণসেন তাঁহার পিতা বল্লালের পদযুগল অণুক্ষণ ধ্যান করিতেন। সমস্ত প্রশস্তযুক্ত অশ্বপতি গজপতি নরপতি—এই ত্রিবিধ নৃপতিপতি সেন-বংশীয় কমলগণের সূর্য্যসদৃশ বিকাশকারী, সোমবংশ প্রদীপ, দানে কর্ণসদৃশ বিখ্যাত, গাঙ্গেয়-সদৃশ সত্যবাদী, শরণাগতদিগের প্রতি বজ্র-পিঞ্জর-সদৃশ প্রভূত ধনশালী, মহাবীর মহারাজধিরাজ বিপক্ষবীর-নিহন্তা শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশবসেন নিয়ত তৎপিতা বল্লালসেনের পদ ধ্যান করিতেন। তিনি (কেশবসেন) সমীপাগত অশেষ রাজগণ, ও রাজন্যদিগকে, রাজ্ঞীদিগকে বালকরাজপুত্রদিগকে; রাজামাত্য রাজপুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (প্রধান বিচারপতি), মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাদৌঃস্বাধিক (পালোয়ান), চৌরোদ্ধরণিক (গোয়েন্দা পুলিস), নৌবল, হস্তি অশ্ব ও মহিষপালকগণ, জাবিকাদিব্যাপৃতগণ (বস্ত্রাদির রক্ষক ?), গৌল্মিক (বাগানের মালি), দণ্ডপাষিক, দণ্ডনায়ক, নেয়গপতি প্রভৃতিদিগকে, এবং রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক ও তাহাদিগের উপরিস্থিত প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে, চট্টভট্টজাতিদিগকে, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণপ্রধানদিগকে যথোপযুক্তরূপে জ্ঞাপন, ও আদেশ প্রদান করিতে-ছেন——তোমরা সকলে বিদিত হও, পৌড়ুবর্দ্ধন ভুক্তির (ভোগোত্তর) অন্তঃ-পাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে প্রশস্তলতা টঘড়াঘাটকে, পূর্ব্বসীমা—সত্রকাধি গ্রাম; দক্ষিণসীমা—শাঙ্করবশাগোবিন্দ গ্রামের বনাস্তভূমি;

পশ্চিমসীমা—গঙ্কাপাদাহ্বয়সর গ্রাম, উত্তরসীমা—বাগুলীঙ্গিগাতাত্যদ্যমান-ভূমি—এই প্রসিদ্ধ সীমান্তর্গত ভূমিখণ্ড, নৃপতির শুভবর্ষবৃদ্ধি দিবসে তদীয় আয়ুর্বৃদ্ধি নিমিত্ত সমুৎসর্গীকৃত হইল। নির্ম্মল জলপূর্ণ সরসিতীরও গৃহসম্বলিত ও সজলস্থল ও পলাশ গুবাক নারিকেলবৃক্ষ সহিত এবং চণ্ডভণ্ড জাতির বসতিস্থল সহ সেই ভূমি চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত, জলাশয় প্রভৃতি খনন করাইয়া, নারিকেল গুবাক বৃক্ষাদি রোপণ করাইয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে স্বচ্ছন্দ উপভোগকরার নিমিত্ত, বৎসসগোত্রোদ্ভূত ঔর্ব্বচ্যবন জামদগ্নি পঞ্চপ্রবর যুক্ত সর্ব্বেশ্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, বৎসসগোত্রোৎপন্ন উক্ত পঞ্চ-প্রবর যুক্ত বনমালী শর্ম্মার পুত্র, বেদপাঠক শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে জ্যেষ্ঠাদির দাবী হইতে বিমুক্ত করিয়া, এবং চণ্ড ভণ্ডজাতিদিগের শাসনভারার্পন্ন করত ও সদাশিবমূর্ত্তী-যুক্ত মোহরাঙ্কিত শাসন পত্র দ্বারা, সম্প্রদান করা হইল। এই শাসনোল্লিখিত চতুঃসীমান্তর্গতভূমি ৩০০ (বিঘা ?)॥ তোমরা সকলেই ইহার অনুমোদন করিবে, এবং ভাবী নৃপতিগণ কর্ত্তৃক, দত্তাপহরণে পাপোৎপত্তি ভয়হেতু এবং দত্ত স্থিরতর রক্ষাকরার পুণ্য হেতু, এই অনুজ্ঞা পালন করিবে। এই বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত শ্লোক এই "পিতৃপুরুষগণ, স্বীয় বংশে ভূমিদাতা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন হইবে বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনি ভূমি প্রদান করেন এবং যিনি ভূমি প্রতিগ্রহণ করেন উভয়েই পুণ্যকর্ম্মশালী এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গ-লোকে গমন করেন। সগর প্রভৃতি বহুনৃপতিগণ এই পৃথিবী উপভোগ করিয়াছেন, এবং যিনি যখন ইহার অধিপতি ছিলেন, তিনিই তৎকালে ইহার ফলভোগ করিয়াছেন। যিনি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি অপহরণ করেন, তিনি পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে কৃমি-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পীষ্ট হন। ভূমিদাতা ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গবাস করিতে পান ; কিন্তু যিনি দত্তাপহরণ করেন, তাহাকে ত্রৈকাল নরকে অশেষ ক্লেশ পাইতে হয়।" সর্ব্বপ্রকার দানকার্য্যেরই একজন্ম পর্য্যন্ত ফলপ্রাপ্তি। ধনসমৃদ্ধি এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবন নলিনী দলগত জলবিম্বসদৃশ ক্ষণস্থায়ী জানিয়া জনগণ পরকীয় কীর্ত্তিবিলোপ করিবে না। সহস্র মন্ত্রিগণ দ্বারা চুম্বিতপদ মহারাজ গৌড়ে-শ্বরের এই শাসনপত্র তদীয় মহাভক্তগণ কর্ত্তৃক শাসনীকৃত হইল। শ্রীমান্

মহসা করণনি। শ্রীমহামদনক করণনি, শ্রীমত্ করণনি, সং ৩ জ্যৈষ্ঠদিনে' ... ...। * (শেষভাগ অস্পষ্ট)

বৈদ্য কুলপাঞ্জকানুসারে
আদিশূর এবং তৎপরবর্ত্তী নৃপতিগণের নাম।

বঙ্গে বৌদ্ধ ও নাস্তিকদিগকে পরাজয় করিয়া বৈদ্য কুলোদ্ভূত পঞ্চপ্রবর ও মৌদ্গল্য গোত্র মহারাজা আদিশূর স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার রাজধানী বিক্রমপুরনগরে স্থাপিত হইয়াছিল †।

	আদিশূর	২৬ বৎসর	জয়ধরের দৌহিত্র, ত্রিপ্রবর		
তৎপুত্র	জামিনিভানু	৩১৮ বৎসর		শক্তিগোত্র	৩১০
,,	অনিরুদ্ধ			ভূপাল	
,,	প্রতাপরুদ্র		পুত্র	উত্তর পাল	
,,	ভূদত্ত		,,	দেবপাল	
,,	বসুদেব	৩১২ বৎসর	,,	ভুবন পাল	
,,	গিরিধারী		,,	ধনপতি	
,,	পৃথ্বীধর		,,	মকরন্দ	
,,	সৃষ্টিধর		,,	জয়পাল	
,,	প্রভাকর		,,	রাজপাল	
,,	জয়ধর		ভ্রাতা	ভোগপাল	
		৬৫৬	পুত্র	জগৎপাল	

---

*মূল তাম্রশাসনের লেখা অতিশয় অস্পষ্ট, এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে ইহার যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয় না, অতএব অনুবাদ কতদূর ভ্রমশূন্য হইয়াছে বলিতে পারিনা।

† অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতি বীর্য্য শৌর্য্যাদিযুক্ত-
স্তথান্নামাদিশূরো বিমলমতিরিতিখ্যাতিযুক্তোবভূব।
লৌহিত্যাৎ পশ্চিমে বিক্রমপুরনগরে রামপালাখ্যধাম্নি,
চক্রে রাঢাদিদেশাধিপতি নরপতেঃ রাজধানীং প্রধানাং।

উপরোক্ত তালিকা "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করাগেল। "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" প্রাচীন গ্রন্থ নহে, কিন্তু ইহাতে গ্রন্থকার প্রাচীন পুস্তক হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেগুলি তাঁহার স্বরচিত, তাহা চিহ্নিত আছে।

আমরা বিক্রমপুর হইতে, "অম্বষ্ঠ-সারামৃত" নামে এক হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তক যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, "যে এক প্রাচীন পুস্তক হইতে এই পুস্তক নকল করিয়া দেওয়াগেল"। "অম্বষ্ঠ সারামৃত" গ্রন্থে লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধে শ্লোকগুলি, বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলপঞ্জিকার শ্লোকের সহিত ঐক্য হয়। ইহাতে বোধ হয় এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন। এই পুস্তকে আদিশূর প্রভৃতির বর্ণনাশেষে 'ইতি সমাজপতিনাং বিবরণং", স্থান বিশেষে "ইতি সমাজপতিনাং বিবরণে" লিখিত আছে। ইহাতে অনুমান হয়, লিপিকারকের প্রমাদ বশত প্রেরিত পুস্তকে এই প্রকার পাঠান্তর ঘটিয়া থাকিবে। যদি "সমাজপতিনাং বিবরণে" লেখাই মূলগ্রন্থে থাকে, তাহা হইলে "সমাজপতি বিবরণ" নামে কোন গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সম্ভব, এবং ঐ গ্রন্থে আদিশূর ও বল্লালের প্রকৃত ইতিহাস লেখা থাকারও সম্ভব। "অম্বষ্ঠ সারামৃত" গ্রন্থের লিখিত সেনবংশীয় নৃপতিদিগের তালিকা প্রায়ই আইন আকবরির তালিকার সহিত ঐক্য দৃষ্ট হয়। এজন্যে এই গ্রন্থ যে আকবরের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার আর সন্দেহ নাই।

আইন আকবরিমতে বঙ্গদেশীয় নৃপতিগণের নাম।

Vide Gladwins Ain Akbare.

ভাগরথ (ভাগ্যরথ?) কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তদ্বংশে চল্লিশ জন ক্ষত্রিয় নৃপতি ২৪১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তদ্‌পর কয়থ জাতীয় ভোজগরীর নয়জন নৃপতি ২৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। তদ্‌পর কয়থ জাতীয় আদিশূর বংশীয় একাদশ জন নৃপতি ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তদ্‌পর কয়থ জাতীয় ভূপালবংশের দশজন ৬৯৮ বৎসর এবং পরে বীরসেন বংশীয় ছয় জন ১০৬ বৎসর রাজত্ব করেন।

কয়থ জাতীয় আদিশূর বংশ। ("Koyth Caste")

আদিশূর	৭৫
জামিনিভান্ (জামিনিভানু)	৭৩
আনরূধ (অনিরুদ্ধ)	৭৮
পর্তাপরূদর্ (প্রতাপরুদ্র)	৬৫
ভবদৎ (ভূদত্ত)	৬৯
রেক্‌দেও (রঘুদেব ?)	৬২
গির্ধার্ (গিরিধারী ?)	৮০
পর্তিহিধর (পৃথ্বীধর ?)	৬৮
শিস্টীধর (সৃষ্টিধর ?)	৫৮
পির্ভাকর (প্রভাকর ?)	৬৩
জয়ধর	২৩
	৭১৪

কয়থ জাতীয় ভূপাল বংশ।

ভূপাল	৫৫
ধীরপাল	৯৫
দেবপাল	৮৩
ভূপতিপাল	৭০
ধনপতিপাল	৪৫
বিগেন পাল	৭৫
জয়পাল	৯৮
রাজপাল	৯৮
ভ্রাতা ভোগপাল	[illegible]
জগপাল	৭৪
	[illegible]

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥
ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাহার তনয় দেখি যায় স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর॥
যাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিষ্বক, তাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥
বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধিবিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব তনয়।
তার সুত গুণ যুত লক্ষ্মণ সে হয়॥
যার গুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান।
রাজবল্লভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান॥
পর্গণে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর॥

সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপরোক্ত তালিকায় আদিশূরের পুত্র ভূশূর, এবং তদীয় কন্যার বংশে অশোকসেন, শূরসেন, ও বীরসেনের উৎপত্তির যে নির্দ্দিষ্ট আছে, অন্য কুত্রাপিও এপ্রকার দৃষ্ট হয় না, অতএব এই গ্রন্থের মতানুযায়ী আদিশূরের বংশাবলী ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যে কুলজি গ্রন্থ হইতে এই তালিকা লেখা হইয়াছে, ঐ গ্রন্থ আধুনিক তাহার আর সন্দেহ নাই, যেহেতু রাজবল্লভের আবির্ভাব কালের পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

"রাজাবলী" মতে দিল্লীতে বল্লাল প্রভৃতির রাজত্বকাল নির্দ্দেশ।

রাজাবলী, ৩৪ পৃষ্ঠা।

মহাপ্রেম বৈরাগী সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে দিল্লীর সিংহাসনে বঙ্গদেশের রাজা বৈদ্য বংশীয় ধীসেন অধিষ্ঠিত হয়েন।

	বৎসর	মাস
ধীসেন	১৮	৫
বল্লালসেন	১২	৪
লক্ষ্মণসেন	১০	৫
কেশবসেন	১৫	৮
মাধবসেন	১১	২
শূরসেন	৮	২
ভীমসেন	৫	২
কার্ত্তিকসেন	৪	৯
হরিসেন	১২	২
শত্রুঘ্নসেন	৮	১১
নারায়ণসেন	২	৩
লক্ষ্মণসেন	২৬	১১
দামোদরসেন	১১	০

সাত্তলাথ পর্ব্বতের রাজা দ্বীপসিংহ কর্ত্তৃক দামোদরসেন বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, দিল্লীতে বৈদ্যবংশীয় নৃপতিদিগের রাজ্য ধ্বংশ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর তাম্রশাসন প্রস্তরফলক এবং কায়স্থদিগের বংশ পর্য্যায় আলোচনা করিয়া নিম্ন লিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

	খৃষ্টাব্দ
বীরসেন	৯৯৪
সামন্তসেন	১০১২
হেমন্তসেন	১০৩০
বিজয়সেন নামান্তরে সুকসেন	১০৪৮
বল্লালসেন	১০৬৬
লক্ষ্মণসেন	১১০১
মাধসেন	১১২১
কেশবসেন	১১২২
লক্ষ্মণীয়া নামান্তরে অশোকসেন, অথবা শূরসেন	১১২৩

১২০৩ খৃষ্টাব্দে শেষ রাজা বক্তীয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন।

J. A. S. of B. of 1865 P. 1. Page 139

আদিশূরের সময় নিরূপণ।

	খৃষ্টাব্দ	শকাব্দ	বঙ্গাব্দ
"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" মতে বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন।	......	৯৯৯	......

৫

(১)			
"সময়প্রকাশ" গ্রন্থে বল্লাল কৃত "দানসাগর" গ্রন্থের রচনা।	......	১০৯১	......
(২)			
"আইন আকবরি" মতে বল্লালের রাজ্যারম্ভ।	১১০০	......	......
ঐ শেষ	১১৫০	......	......
আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন "কায়স্থ কৌস্তভ" মতে।	......	......	৩৮০
(৩)			
রাজেন্দ্র বাবুর মতে আদিশূরের সময় নির্ণয়।	৯৬৪	......	......
কোলব্রুক্ সাহেবের মতে আদিশূরের আবির্ভাব।	৯০০	......	......
(৪)			
ঐ বল্লালসেন	১১০০	......	......

১। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকালয়ের পুস্তক দৃষ্টে লেখা গেল।

২। রাজেন্দ্র বাবুর "সেন রাজা" প্রবন্ধ দৃষ্টে লেখা গেল, কিন্তু সময় প্রকাশ নাম গ্রন্থ আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া ও প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুস্তকালয়ে, এবং অন্যান্য পুস্তকালয় ও পণ্ডিতদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৩। কায়স্থ কৌস্তভের মত, রাজেন্দ্রবাবুর লিখিতানুসারে লেখা গেল।

৪। Vide Colebrooke's Miscellaneous Essays Vo. 11. P. (188. London E) 1837 Copy in the Metalf Hall.

উইলসন কৃত সংস্কৃত অভিধানানুসারে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ। M. (ষ্ঠ)

অম্বষ্ঠ।—The name of a country stated to be in the Eeastern division of India and supposed by Mr. Wilford to be the abode of the Ambastæ of the Arian. 2. The off-spring of a man of the Bramhman and woman af the Vaisya tribe a man of the medical caste. f (ষ্ঠা) A sort of Jasmin (Jasaminum auriculatum) 2 A plant cusanipelos (hexandra) sans বনতিক্তিকা

3 Wood sorrel (oxalis corniculata Rox) 2 অম্বা—a mother স্থা to stand, and ক affix what cherishes like a mother.

P. 608

বারেন্দ্র কুলজিমতে, ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ।

তেপঞ্চবিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ। ধনেন-মানেনচ তেনপুজিতা গতা যথা দেশমিতোর্শ্বযানৈঃ॥ যূয়ং গতা মগধপথেন গৌড়ে অযাজ্য যাজ্যং কৃতবন্তএব। যদীচ্ছতো মাদৃশাং পংক্তিভোজ্যং তদাকুরুধ্বং খলুপাপনিষ্কৃতিং॥ তেষাং তদপ্রিয়ং শ্রুত্বা তেচ তেজস্বিনস্তদা। বেদবেদাঙ্গবেত্তৃণাং পাপস্পর্শোনমাদৃশাং॥ নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়-শ্চিত্তং দ্বিজাবয়ং। তদা মহান্ বিরোধোভূদিতি তেষাং পরস্পরং। যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্যকুব্জাধিপেনচ। ব্রাহ্মণানাং বিরোধেতু সোপিনোবাচ কিঞ্চন। ততস্তেজস্বিনঃ ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ। পুনর্গতা গৌড়দেশ আদিশূরনৃপান্তিকে। তমোদুঃখার্ত্ত ইব তান প্রাতঃ সূর্য্যনিভান্ দ্বিজান্। অপ্রার্থিতাগতান্ দৃষ্টা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ। সসম্ভ্রমংতদোত্থায পুজয়িত্বা যথাবিধি। আসনেষুপবিষ্টেভ্যঃ পৃষ্টাহনাময়ন্তদা। বিনয়াবনতোভূত্বা পৃচ্ছদ্রাজা কৃতাঞ্জলিঃ। পুনরাগমনং যদ্ধি মন্যেভাগ্যোদয়ং মম। যদ্যত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমীহামহেবয়ং। রাজ্ঞাতদ্‌ভাষিতং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণস্তদা। অবোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশাম্নুচরিতঞ্চযৎ। তবযজ্ঞার্থমাগত্য স্বদেশে বস্তুমক্ষমাঃ। কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সং প্রোষিতাঃ পুরা। নকিঞ্চিৎ কুরুতে সোপি মত্বা-ব্রাহ্মণকণ্টকং। শ্রুত্বাদিশূরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ব্বং ময়াপ্রভো। অধুব ক্লেশা-পনয়নং কুরুধ্বমমরপ্রভাঃ। নিবেদয়িষ্যে সর্ম্মত্র যদুপায়োভবেদিহি। ততো, রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে। গত্বা সব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত। পবিত্রীকৃতমেতদ্ধি প্রাগাগত্যোকুলং মম। কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম। শ্রোতোধ্যয়ন যোগাচ্চ দেশোযাতুপবিত্রতাং। গঙ্গায়ানাতিদূরেস্মিন প্রদেশে বহুধান্যকে। ভবন্তু বিপ্ররাজাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ। উপাযতঃ কালতশ্চ বিবাদে শিথিলে তদা। যদচ্ছথ স্বদেশায়গমনং যাস্যথধ্রুবং। কুরুচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নৃপতেঃ সুনৃতং বচঃ। স্থিতেষু তেষুবিপ্রেষু রাজাপুনরমন্ত্রয়ৎ।

যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ। ছন্দোগাধর্ম্মাশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্র-সুদীক্ষিতাঃ। এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্তু বিপ্রমুখ্যেভ্যএবতে। এতেষাং তেননিগড়ো ভবিষ্যতি নসংশয়ঃ। যদি প্রজাঃ প্রজাবেরন্ ভবন্মে কীর্ত্তিরক্ষয়া। কান্যকুব্জদ্বিজাগ্র্যাণাং বংশোস্মিন্ স্থাপিতো ময়া। রাজাজ্ঞয়া দহ্যস্তেভ্যঃ কন্যা-শীলগুণান্বিতাঃ। রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ। নিবাসা রুরুচে তেভ্য আদৃত্যেভ্যঃ সুহৃজ্জনৈঃ। সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ। তেজস্বিনোগুণবতো দীপোদীপান্তরং যথা। ততস্তে ক্রমশোবিপ্রাঃপরলোক-মুপাগমন্। পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ। জ্যৈষ্ঠোঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চতৈঃ। শ্রাদ্ধেনিমন্ত্রিতা যেতু ব্রাহ্মণাঃ গ্রামবাসিনঃ। ন ভুক্তং নোগৃহীতং তদন্নং দানঞ্চতৈর্দ্বিজৈঃ। ততোবমানিতাস্তেতু সদারাঃ সহপুত্রকাঃ। আগতা গৌড়দেশস্মিন্ গতা রাজান্তিকং ততঃ। আশীর্ব্বচন-পূর্ব্বংহি রাজ্ঞি সর্ব্বং নিবেদিতং। রাজ্ঞা সম্পূজিতাস্তেচ বাচা সুনৃতয়া তথা। বশীকৃতাং প্রার্থিতাশ্চ বস্তুমস্মিন্ সুধান্যকে। রাঢ়দেশে যত্রতেষাং পিতরোন্যবসন্ পুরা। ইদানীমপি সাপত্নাভ্রাতবাঃ সন্তি তত্রচ। নিশম্য নৃপতে ০ ০ বস্তুমত্রমনোদধুঃ। বসামো নৈব রাঢ়ায়া মূচু স্তেভূপতিং পুনঃ। সাপত্নাভ্রাতরোযত্র সুহৃজ্জন সমাবৃতাঃ। শ্রুত্বানৃপঃ পুন প্রাহ রাজধানীসমীপতঃ। বারেন্দ্র্যোস্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুভ্র ০ ০ ০। গ্রামংস্তত্রপ্রদাস্যামি ভবেদ যাঞ্চাতিরোহিতাঃ। ততস্তেন্যবসনস্তত্র বারেন্দ্র্যাখ্যে সুধান্যকে। পক্ষান্তরীয় পুত্রাস্তে মাতুলাশ্রয় বর্দ্ধিতাঃ। মাতুলাত্যুপনীত্বযাচ্ছন্দোগাঃ সর্ব্বএবহি। সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ পিতুঃ সম গুণাশ্চতে। রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ গৌড়ভূপতি-পূজিতাঃ। সাপত্ন বিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্রবাসো নচ ভক্ষ্যভোজ্যং। বিভাগমাসাদ্য তথাবিবৰ্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভিব্রহ্মসুতা যথার্যয়ঃ॥ আদিশূরস্য নৃপতেঃ কন্যাকুলসমুদ্ভবঃ। বল্লালসেনোনৃপতিরজাযত গুণোদ্বহঃ। রাঢ়ায়াং গৌড়বারেন্দ্র্যবঙ্গপৌণ্ড্রোপবঙ্গকে। অধিকারোভবেওস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ। কান্যকুব্জণৃযান বিপ্রান দৃষ্টাচাতিগুণোত্তরান্। আদিশূরস্যনৃপতে র্যশো-মূর্ত্তীরিবস্থিতান। দ্বিধা বিভক্তান্ বিদুষো রাঢ়াবারেন্দ্রবাসিনঃ। আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাৎবর্ত্তিযশোমম। যথা ভস্যাৎ সতাং গেহে তথৈব বিদধাম্যহং। ইতি সঞ্চিন্ত্য নৃপতি মর্য্যাদাস্থাপনং তয়োঃ। কৃতবান্ গুণতোধীমান্ কৌলিন্যা

শ্রোত্রিযাচ সা ॥ ন সপ্তশতিকানাং নো পূর্ব্ববঙ্গনিবাসিনাং ॥ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং, নিষ্ঠাশান্তিতপোদানং নবধাকুললক্ষণং ॥ তপসা রহিতং চাষ্টৌ সিদ্ধাশ্রত্রিয়লক্ষণং ॥ জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ং সংস্কারৈর্দ্বিজমুচ্চতে। বিদ্যাজানাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিশ্রোত্রিয় লক্ষণং ॥

আমগাছিগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

কোলব্রুক্স মিসেলিনিয়াস এসেস্ ভলম ২, ২৭৯ পৃষ্ঠা।

১৮০৬ খৃঃ প্রারম্ভে, সুলতান পুরস্থ আমগাছি গ্রামে একজন কৃষক তাহার কুটির সম্মুখস্থ পথ সংস্কারার্থে মাটি খনন করিতে একখানি তাম্র শাসন প্রাপ্ত হইয়া পুলিষ কর্ম্মচারীর নিকট উহা অর্পন করে, এবং তিনি মাজিষ্ট্রেট্ মেং, জে, প্যাটেল সাহেবের নিকট আনয়ন করায় সাহেব এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে পাঠাইয়া দেন। আমগাছি যদিও এখন একখানি সামান্য পল্লি, কিন্তু তাহার অবস্থা দৃষ্টে কোন কালে সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ তথায় বিদ্যমান আছে, এবং তাহাতে ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে পুষ্করিণী সকল দৃষ্টি গোচর হয়। আমগাছি বুদাল হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। তথায় একটী স্তম্ভ দেখা যায় তাহার বিবরণ এসিয়াটীক্ রিছার্চ্চ প্রথম ভলামের ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। (Vide A. R. Vol. P. 131.)

সংস্কৃত ভাষায় পুরাতন দেবনাগর অক্ষরে এই তাম্র শাসনের বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ খোদিত বিবরণের অধিকাংশ নষ্ট হওয়ায় লিখিত বিষয়ের সমুদয় মর্ম্ম প্রকাশ করা সুকঠিন। পঁক্তির কোন কোন অংশ অস্পষ্টও আছে। বহুল আয়াস স্বীকার করিয়া কেবল উক্ত তাম্র শাসন দত্তার নাম ও তাঁহার বংশাবলীর নামের কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রী বিগ্রহপালদেব উক্ত তাম্র শাসন দান করেন, পালবংশীয়দিগের নাম নিম্ন লিখিত প্রকারে উক্ত তাম্র শাসনে লিখিত আছে ঃ—

আদৌ

লোক পাল
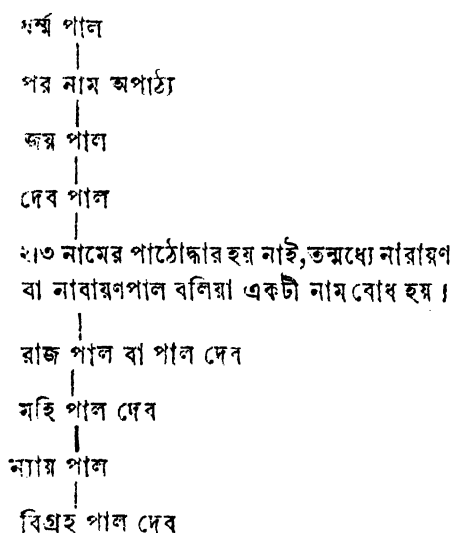
শরনার্থে প্রাপ্ত প্রস্তর-ফলক।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর চারিমাইল উত্তরে শরনাথ্ নামস্থানে এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মধ্যে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত-ভাণ্ডে একখানি অঙ্কিত প্রস্তর-ফলক আবিষ্কৃত হয়। ঐ প্রস্তর-ফলকে স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামে দুই নৃপতির নাম উল্লেখ আছে, ইহারা উভয়েই গৌড় দেশের রাজা ছিলেন। এই প্রস্তর ফলক সোসাইটীর চিত্রশালিকায় রক্ষিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ এসিয়াটিক রিসার্চ ৫ম বালামের ১৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। (Vide Asiatic Research Vol. 2 P. 135)

নমো বুদ্ধায়। বারানসী সরস্যাং গুরোঃশ্রীধামবাসী আরাধ্য নমিত নৃপতি পদাব্জম্ শিরোরুহৈঃ শেবলাকীর্ণং। ১। ভূপালচিহ্নে যষ্টাদি কীর্ত্তি রত্ন ধরান্যস্ম গৌড়াধিপ মহিমানঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ। ২। সহজীকৃতপাণ্ডিতো বোদ্ধা বারনিবর্ত্তিনৌ যৌ ধর্ম্মংবাজিকং সংগং স্বধর্ম্মচক্রপুনর্নবং। ৩। কৃতবন্তৌ চ নবীন মেষুমহাস্থানে শৈলরাজকুটীম্ এনাং শ্রী স্থিরপাল বসন্তোপালোনুজঃ শ্রীমান্ ৪। সম্বৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১

এইস্থানে বুদ্ধদিগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

সর্ব্ব হেতু প্রকর হেতুং তেষাং তথাফলে হ্যবদৎ তেষাঞ্চয়নবিরো বতাং দী মহাশ্রমনঃ। সমাপ্ত।